দ্বিতীয় বর্ষ

৮ম সংখ্যা

الله نزل أحسن الحديث

القرآن الحكيم ٣٩:٢٣

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক- মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জময়ঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়

পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।।০ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

তর্জুমানুল হাদিছ

শা'বানুল-মুকার্‌রম—১৩৭০ হিঃ

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ বাং

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর ...	...	... ৩১৩
২। তাকবীর ... আবুল হাশেম ...	...	... ৩২২
৩। যাকাতুল ফিত্‌র ...	...	... ৩২৪
৪। আধুনিক নারী-স্বাধীনতার স্বরূপ ...	মোহাম্মদ আবদুর রহমান ...	... ৩৩৭
৫। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান (পূর্ব্বানুবৃত্তি) ...	...	... ৩৪১
৬। সাময়িক প্রসঙ্গ ...	...	... ৩৪৯

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

দ্বিতীয় বর্ষ | শা'বানুল-মুকার্‌রম—১৩৭০ হিঃ। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ বাং। | অষ্টম সংখ্যা

تفسير القرآن العظيم –

কোর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(১৪)

"মলিক" এবং "মালিক" উভয়বিধ কির্‌আতের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে হাফিয ইব্‌নেকছীর বলিয়াছেন,—কোর্‌আনের কতক কারী 'মলিকে ইয়াওমিদ্দীন' পড়িয়াছেন আর অন্য একদল 'মালিক' পাঠ করিয়াছেন। উভয় বিধ কির্‌আত বিশুদ্ধ, পৌনঃপুনিক ভাবে প্রমাণিত এবং 'কির্‌আত সপ্তকে'র অন্তরভুক্ত। *

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহ্‌লভী—বলেন,—অগ্রগণ্য করার কারণ উভয় কির্‌আতেই রহিয়াছে এবং বিশুদ্ধতার পৌনঃপুনিক প্রমাণও—উভয় দিকে আছে। সুতরাং এবিষয়ে বাদানুবাদ বাহুল্য! *

আল্লামা শওকানী তাঁহার তফ্‌ছীরে তির্‌মিযীর বরাতে জননী উম্মে ছলমার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) 'মলিক' পাঠ করিতেন। পুনশ্চ আহ্‌মদ ও তির্‌মিযীর বরাতে আনছ বিনে মালিকের প্রমুখাৎ রেওয়াত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আবুবক্‌র ও উমর 'মালিক' পাঠ

* তফ্‌ছীর ইব্‌নেকছীর (১) ৪২ পৃঃ।

* তফ্‌ছীর আযীযী (১) ২৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

করিতেন। *

পাঠের দিক দিয়া 'মলিক' ও 'মালিকে'র মধ্যে যেরূপ কোন প্রভেদ নাই, তেমনি অর্থের দিক দিয়াও এতদুভয়ের ভিতর কোন বৈষম্য নাই। সত্য বটে, উভয়ের ধাতুরূপ অর্থাৎ 'মুল্ক' এবং মিল্ক উচ্চারণের দিক দিয়া বিভিন্ন, কিন্তু উভয় ধাতু আক্ষরিক দিক দিয়া (ম-ল-ক) যেমন অভিন্ন, সেই রূপ অর্থের দিক দিয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে দ্ব্যর্থবিহীন। বিশ্বস্ততম আরাবী শব্দকোষ লিছানুল আরবে চরমভাবে এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছে। কোন বস্তুর একচ্ছত্র প্রভাব ও—ক্ষমতার অধিকারকে 'মল্ক', 'মিল্ক' ও 'মুল্ক' বলা হইয়া থাকে। * উপরিউক্ত মীমাংসা দ্বারা 'মলিক' ও 'মালিক' পাঠবৈষম্যের অর্থগত—পার্থক্য সম্পূর্ণ রূপে বিদূরীত হইয়া যাইতেছে।

الملك بالحركات الثلاث الميم وسكون اللام فى الكل احتواء الشئ والقدرة على الاستبداد به.

উছ্‌মানী লিখন পদ্ধতির সৌন্দর্য,

হযরত উছমান-গনীর নির্দেশক্রমে যয়েদ বিনে ছাবিত প্রভৃতি ছাহাবাগণ কোরআনের জন্য যে লিখন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল এই যে, 'কিরআত সপ্তকে'র প্রমাণিত ও প্রসিদ্ধ বিবিধ পাঠসমূহ উক্ত লিখন প্রণালীতে রক্ষা করা হইয়াছিল। আলোচ্য 'মলিক' ও 'মালিক' পাঠ বৈষম্যের কোন্দল উক্ত লিখন প্রণালী সঠিক ভাবে অনুসরণ না করার ফলেই ঘটিয়াছে। উল্লিখিত শব্দের উছ্‌মানী 'রছ্‌মুলখত্' হইতেছে— (ملك) ইহা 'মলিক' ও 'মালিক' উভয় উচ্চারণেই পঠিত হইতে পারে।

কোরআনকে সুরক্ষিত রাখার যে সকল উপায় 'ছলফে ছালেহীন' অবলম্বন করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ সমস্তগুলিই ক্রমে ক্রমে পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে। বর্তমানে ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে যে, মূল লিখন প্রণালীর অনুসরণ করা দূরে থাক,—অনেকে কোরআনকে 'আরাবীয়ে-মুবীন' বিহীন ভাষান্তরিত কাব্যগ্রন্থে পরিণত করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেছেনা। পূর্ববর্তী দল সমূহের ঐশীগ্রন্থগুলি যে যথেচ্ছাচার ও অমনোযোগের দরুণ প্রক্ষিপ্তির কবলে পতিত হইয়াছিল, কোরআন সম্বন্ধেও সেগুলির—পুনরাবৃত্তি ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা অবশ্যকর্তব্য।

ম-ল-ক ধাতুরূপের সাহায্যে যেসকল শব্দ—আরাবীতে গঠিত, সবগুলির মধ্যে ক্ষমতা, প্রবলতা শক্তিমানত্ব ও যথেচ্ছাচারের অর্থ বিদ্যমান আছে। 'মলিকুত্‌তরীক' (ملك الطريق) পথের মধ্যবর্তী প্রশস্ত ভাগকে বলে। 'মুল্‌কুদ্ দাব্বহ' (ملك الدابة) চতুষ্পদের পাগুলিকে বলা হয়, কারণ ওগুলির উপর ভর করিয়া উহারা দাঁড়াইয়া থাকে। চতুষ্পদদের ব্যবস্থাকারী (Controller) এবং চালকের (Driver) জন্যও উপরিউক্ত শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে, কারণ চতুষ্পদদের উপর তাহার কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। 'মলাকুল আম্‌র' (ملاك الامر) বলে যাহার উপর সমুদয় কার্য নির্ভর করে। লিছানুল আরবে কথিত হইয়াছে— 'মিলাকুল—আম্‌র' বলে—যাহার উপর নির্ভর করা হয়। যাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাহাকে মিলাক—বলা হয়। হাদীছে আছে—— দীনের মিলাক সাধুতা বা পরহেযগারী। 'মিলাক' কছ্‌রার উচ্চারণে এবং 'মলাক' ফত্‌হার উচ্চারণে পঠিত হইয়া থাকে। বস্তুর প্রতিষ্ঠা, নিয়ন্ত্রণ এবং যাহার উপর উহা নির্ভর করে, তাহার নাম মলাক বা মিলাক। *

وملاك الامر الذى يعتمد عليه وملاك الامر وملاكه مايقوم به - وفى الحديث ملاك الدين الورع - الملاك بالكسر والفتح قوام الشئ ونظامه وما يعتمد عليه -

'মলিক' ও 'মালিক' উভয় শব্দ কোরআনে—আল্লাহর গুণরূপে উল্লিখিত আছে। ছুরত আন্‌নাছে বলা হইয়াছে,—— قل اعوذ برب الناس

* ফত্‌হুলকদীর (১) ১২ পৃঃ।

* লিছানুল আরব (১২) ৩৮২ পৃঃ।

* লিছানুল আরব (১২) ৩৮৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বলুন, মানুষের প্রতি- ملك الناس
পালক, মানুষের রাজ রাজ্যেশ্বরের (মলিকুন্নাছ) নিকট আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ছুরত-আলে ইম্‌রানে বলা হইয়াছে,— বলুন, হে আল্লাহ, সমুদয় রাজ্যের অধিস্বামী قل اللهم مالك الملك (মালিকুল মুল্‌ক) ——২৫ আয়ত।

ম-ল-ক ধাতু হইতে গঠিত শব্দগুলির অন্তর-নিহিত সমুদয় তাৎপর্য আল্লাহর গুণরাজিতে মওজুদ রহিয়াছে। আল্লাহ 'মলিক' ও 'মালিক', কারণ তিনি বলবান ও শক্তির আধার। ছুরত-আয্‌যারিয়াতে বলা হইয়াছে ان الله هو الرزاق ذو القوة
—প্রত্যুত আল্লাহই المتين —
জীবিকা বিতরণকারী, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়— ৫৮ আয়ত। ছুরত-আল্‌হদীদে কথিত হইয়াছে,— প্রত্যুত আল্লাহ বলবান ان الله قوى عزيز — পরাক্রান্ত,— ২৫ আয়ত। আল্লাহ পরিচালক স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠাদানকারী। ছুরত-আল্‌আ'রাফে উক্ত হইয়াছে, الحمد لله الذى هدانا
—সকল উত্তম প্রশস্তি لهذا وماكنا لنهتدى
আল্লাহর জন্ত, যিনি لولا ان هدانا الله ؛
আমাদিগকে বেহেশ্‌তের দিকে পরিচালিত করিয়াছেন, আল্লাহ যদি আমাদিগকে পথের সন্ধান না— দিতেন, আমরা পথের সন্ধান-লাভ করিতে পারিতামনা— ৪৩ আয়ত। ছুরত-আন্‌নমলে বলা হইয়াছে— তোমাদিগকে امن يهديكم فى ظلمات
অরণ্যানি ও সমুদ্রের البر والبحر ؟
গভীর অন্ধকারে কে পথের সন্ধান দান করিয়া থাকেন? ৬৩ আয়ত। কর্ম্মজীবন ও পারলৌকিক জীবনের— পরিচালনা আল্লাহর হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি যে স্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠিত, আয়তুল্‌কুর্ছীতে তাহা ঘোষণা করা হইয়াছে,—— الله لا اله الا هو الحى
আল্লাহ, তিনি ব্যতীত القيوم
কেহ ইলাহ নাই, চিরঞ্জীবী ও প্রতিষ্ঠাবান। আবার যেমন তিনি প্রতিষ্ঠাবান, তেমনি প্রতিষ্ঠাদানকারী। ছুরত-আর্‌রঅদে কথিত হইয়াছে,— যিনি সমুদয় সত্তার স্থিতিদাতা, افمن هو قائم على كل
তিনিই কি (একমাত্র نفس ؟
প্রভু নহেন?) ——৩৩ আয়ত।

সকল বিশ্বের প্রতিপালক রব্বুলআলামীন উল্লিখিত সমুদয়গুণের অধিকারী, অতএব তিনি 'মলিক' ও 'মালিক', সম্রাট ও স্বামী।

ইয়াওমুদ্দীন (يوم الدين) বিচার দিবস।

মূলতঃ সেমেটিক ভাষাগুলিতে 'দানা' ও 'দীয়ুন' রূপে "দীন" শব্দের ধাতুরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। বাইবেলের Genesis অধ্যায়ে Leahর কন্যাকে— 'দীনা' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। গোড়ায় বিচার (Judgment). প্রতিদান ও প্রতিশোধ অর্থে ইহার প্রয়োগ ছিল, পরে ব্যবস্থা ও সংবিধান (Law)— অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আরামাইক (Aramaic) ভাষা হইতে এই শব্দ প্রাচীন ঈরাণে স্থানান্তরিত হয় এবং পহ্‌লভীতে আঈন ও সংবিধান অর্থে 'দীনিয়া' শব্দের প্রচলন দেখা দেয়। আবেস্তার একাধিক স্থানে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যর্‌দশ্‌তীদের পুরাতন— সাহিত্যে রচনা ও লিখনের নিয়মকে 'দীনে-দবীরা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মেসোপটেমিয়ার জনৈক জরদশ্‌তী পণ্ডিত খ্রীষ্টিয় নবমশতকে 'দীন-কারত' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

১। সেমেটিক ভাষা রূপে আরাবীতেও 'দীন' (الدين) কর্ম্মফল ও প্রতিদান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমাম বুখারী والدين الجزاء فى الخير
বলেন,— 'দীনা' প্রতি- والشر كما تدين تدان —
ফলকে বলা হয়, ভাল কাজের হউক বা মন্দ কাজের। যেমন বলা হয়— 'কামা তদীনো তোদানো' অর্থাৎ যে রূপ কার্য করিবে সেই রূপ প্রতিফল পাইবে। *

'হিমাছা'য় কথিত হইয়াছে,—

فلما صرح الشر وامسى وهو عريان
ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا !

শত্রুদের দুষ্টামি যখন প্রকাশ্য হইয়া পড়িল— আর বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট রহিলনা, তখন

* ছহীহ বুখারী (৩) ৫৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

তাহারা আমাদের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, আমরাও তাহাদিগকে সেইরূপ প্রতিফল— দিলাম। *

জওহরী বলেন,— 'দীনে'র অন্যতম অর্থ হইতেছে প্রতিদান ও কর্মফল। আরাবীতে 'দানহু--ইয়দীনুহু— দীনন' এর অর্থ হইতেছে তাহাকে প্রতিফল দিয়াছে। বলা হয়— কামা তদীনো তুদানো' যেরূপ আচরণ করিবে সেই রূপ প্রতিফল পাইবে। অর্থাৎ তোমার কর্ম ও আচরণের অনুরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। †

والدين ايضاً الجزاء والمكافاة - يقال دانه يدينه دينا اى جازاه يقال كما تدين تدان اى كما تجازى تجازى بفعلك وبحسب ما عملت

রাগিব ইছ্‌ফিহানী, তাহির পট্টনী ও ফিরোযআবাদীও স্ব স্ব গ্রন্থে 'দীনে'র অন্যতম অর্থ প্রতিফল উল্লেখ করিয়াছেন। ‡

হাদীছে কথিত হইয়াছে,—হে আল্লাহ, তাহারা আমাদের সংগে যেরূপ আচরণ করিতেছে তুমি তাহাদিগকে সেই রূপ প্রতিফল দান কর। ছল্‌মানের হাদীছে আছে যে, যাহার শিং নাই এরূপ পশুর প্রতিশোধ,— যাহার শিং আছে, তাহার নিকট হইতে আল্লাহ অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। উভয় হাদীছেই 'দিন্' ও 'ইয়দীনো' প্রতিফল গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ¶

اللهم دنهم كما يدينوننا

الله ليدين من الجماء للقرناء -

আবদুল্লাহ বিনুল আ'ওর হিরমাযী, যিনি আল্ আ'শা নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার পলাতকা স্ত্রীর বিরুদ্ধে রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন,—

'يا سيد الناس وديان العرب'
اليك اشكو ذربة من الذرب !

হে জননায়ক এবং আরবের দঈয়ান, আপনার নিকট আমি নষ্টার আচরণের জন্য ফর্‌ইয়াদ করিতেছি! আ'শা রছুলুল্লাহ (দঃ) কে 'দইয়ান' আরবের বিচারক অর্থাৎ প্রতিফলদাতা রূপে সম্বোধন করিয়াছেন। *

ফিরোযাবাদী 'দঈয়ানে'র অর্থ বলিয়াছেন,— পরাক্রান্ত, বিচারক, আদেশকারী, শাসনকর্তা, হিছাব গ্রহণকারী, প্রতিফলদাতা— যিনি কোন আচরণকে ব্যর্থ করেননা বরং ভাল ও মন্দ উভয়বিধ— আচরণের প্রতিফল প্রদান করিয়া থাকেন। ‡

القهار والقاضى والحاكم والسائس والحاسب والمجازى الذى لايضيع عملا بل يجزى بالخير والشر -

২। প্রতিফল দেওয়ার ভাব হইতে 'দীনে'র দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে—অনুগত করা, বাধ্য করা, বশীভূত করা, দাসে পরিণত করা। পট্টনী বলেন, 'দানন্ নাছা' বাক্যের অর্থ হইল—তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিল। 'দিন্‌তোহুম ফ-দানু'—অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি পর্যুদস্ত করিলাম এবং তাহারা আনুগত্য স্বীকার করিল। ফিরোযাবাদী বলেন,—'দাইয়ানাহু' বাক্যের অর্থ হইল— যে কার্য্যের জন্য সে সম্মত ছিলনা, তাহা করিবার জন্য তাহাকে বাধ্য করিল এবং তাহাকে পর্যুদস্ত করিল। ইমাম রাগেবও এই অর্থ কোর্‌আনের শব্দকোষে উল্লেখ করিয়াছেন। দীনে'র উপরিউক্ত অর্থসূত্রে দাসকে— 'মদীন' আর দাসীকে মদীনা বলা হইয়াছে, কারণ

دانه يدينه دينا : اذله واستعبده - دان الناس اى قهرهم على الطاعة دنتهم فدانوا اى قهرتهم فاطاعوا -

دينه تدينا : حمله على مايكره واذله - دين فلان يدان اذا حمل على مكروه -

المدين والمدينة : العبد والامة لان العمل اذلهما -

* হিমাছা, ৪ পৃঃ।

† মুখ্‌তারুছ ছিহাহ, ৫২৯ পৃঃ।

‡ মুফ্‌রদাতুল কোর্‌আন, ১৭৫ পৃঃ; মজ্‌মউলবিহার (১) ৪৩১ পৃঃ; কামুছ (৪) ২২৫ পৃঃ।

¶ মজ্‌মউল বিহার (১) ৪৩১; Lane's Lexicon P. P. 943.

* ইছাবা (৪) ৩৫ পৃঃ।

† কামুছ (৪) ২২৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

দাসত্ব তাহাদের বশীভূত হওয়ার কারণ। *

হাদীছে কথিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার পিতৃব্য আবুতালিবকে বলিয়াছিলেন,—আমি কুরয়শগণের নিকট শুধু একটী 'স্বীকারোক্তি' চাহিতেছি— যাহার ফলে সমস্ত আরব তাহাদের অনুগত ও বশীভূত (তদীনো) হইয়া যাইবে। اريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب اى تطيعهم وتخضع لهم - এই হাদীছে আনুগত্য ও বশ্যতার জন্য 'দীন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। †

বিচার করা ও প্রতিফল দেওয়ার জন্য, তাহা পুরস্কার বা তিরস্কার যে আকারেই হউক না কেন, অনুগত করার ও বশ্যতা স্বীকার করাইবার, উপযুক্ত ভাবে পুরস্কৃত করার এবং সমুচিত দণ্ড দিবার মত শক্তি ও বিক্রম আবশ্যক। যাহার এরূপ শক্তি নাই, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে বিচারক ও প্রতিফল-দাতা বলা যাইতে পারেনা। সুতরাং 'দীনের অন্যতম অর্থ' "প্রতিফল দান" হইতে বাধ্য, বশীভূত ও দাসে পরিণত করার অর্থ গৃহীত হইয়াছে এবং পরে স্বতন্ত্র ভাবে এই অর্থেই 'দীন' ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে।

৩। দীনের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থকে কেন্দ্র— করিয়া উহার বহুবিধ তাৎপর্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ সংশ্রবে কামুছে নিম্নলিখিত অর্থগুলি উল্লিখিত আছে— হিসাব, পরাক্রম, প্রভাব, প্রাধান্য, শাসন, রাজ্য, সংবিধান, চরিত্র, কৌশল, তওহীদ এবং যেসকল উপায় অবলম্বন করিয়া আল্লাহর ইবাদত করা হয়, সমস্তই দীন। ‡ الحساب والقهر والغلبة والاستعلاء والسلطان والملك والحكم والسيرة والتدبير والتوحيد واسم لجميع ما يتعبد الله عز وجل به -

৪। অনুসরণ ও আনুগত্যের অর্থে— জওহরী বলেন, 'দীনে'র— অন্যতম অর্থ আনুগত্য। 'দানা লাহু' বাক্যের অর্থ হইল। সে তাহার অনুগত হইল— এই অর্থসূত্রে দীনের তাৎপর্য হইয়াছে ধর্ম, বহুবচনে 'আদইয়ান'। * والدين الطاعة ' تقول ! دان له يدين دينا اى اطاعه ' ومنه الدين والجمع الاديان -

৫। সেবার অর্থে— ফিরোযাবাদী বলেন— 'দানালাহু'— 'দিন্‌তো লাহু'— 'দিন্‌তুহু'— বাক্যগুলির অর্থ হইল— আমি তাহার সেবা— করিলাম। † دان له ' دنت له ' دنته - خدمته -

৬। অভ্যাস ও আচারের অর্থে— জওহরী এবং ফিরোযাবাদী বলেন, অভ্যাস, অবস্থা ও আচার 'দীনে'র অন্যতম অর্থ। والدين بالكسر : العادة والشأن - يقال مازال ذلك ديني - যেমন বলা হয়, ইহাই আমার 'দীন' অর্থাৎ অভ্যাস। ‡ লিছানুল আরবে বলা হইয়াছে— মানুষ যে আচার ও রীতি প্রতিপালন করিয়া থাকে তাহা দীন। ¶ ما يتدين به الرجل فهو دين

৭। বিধিব্যবস্থা (Law) অর্থে 'দীনে'র—— প্রয়োগ—

হাদীছে কথিত আছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার স্বগোত্রদের 'দীন'— প্রতিপালন করিতেন। كان النبى صلى الله عليه وسلم على دين قومه ' اى فى حجهم ونكاحهم وبيوعهم واساليبهم - অর্থাৎ হজ, বিবাহ, ক্রয়-বিক্রয় এবং রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের বিধিব্যবস্থার অনুসরণ করিতেন।

৮। প্রতিপালন ও শাসন সংরক্ষণের অর্থে,— ইহার জন্য হুতিইয়ার কবিতা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সে তাহার মাকে বলিতেছে—

* মুখ্‌তার ৫২৯ পৃঃ ; মজ্‌মউল বিহার (১) ৪৩১পৃঃ ; মুফ্‌রদাতুল-কোর্‌আন ১৭৫ ; কামুছ (৪) ২২৫পৃঃ।
† মজ্‌মউল বিহার (১) ৪৩১।
‡ কামুছ (৪) ২২৫ পৃঃ।

* মুখ্‌তার, ৫২৯ পৃঃ।
† কামুছ (৪) ২২৫ পৃঃ।
‡ মুখ্‌তার, ৫২৯ পৃঃ, কামুছ (৪) ২২৫ পৃঃ।
¶ লিছানুল আরব (১৭) ২৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

لقد دينت امر بنيك حتى
تركتهم ادق من الطحين !

তোমার শিশু সন্তানগণের প্রতিপালন ও সংরক্ষণের (দীন) ভার তোমাকে সমর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে আটার চাইতে সূক্ষ্ম করিয়া— ছাড়িয়াছ। *

৯। শরীঅত্ অর্থেও 'দীন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ অর্থ নয়। ইমাম রাগিব বলেন,— দীন والدين يقال للطاعة والجزاء واستعير للشريعة - আনুগত্য ও প্রতিফলের অর্থে কথিত হইলেও পরোক্ষভাবে শরীঅত্ অর্থে প্রযুক্ত হয়। †

১০। চতুর্থ ব্যাখ্যা প্রসংগে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'দীনের অন্যতম অর্থ আনুগত্য এবং যেহেতু— মানুষ ধর্মের অনুগত হইয়া থাকে, সুতরাং দীনের অন্যতম অর্থ ধর্ম। ইমাম রাগিব বলেন, দীনের অর্থ মিল্লতের (ধর্মের) والدين كالملة لكنه يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد - অনুরূপ, আনুগত্য— ও বশ্যতার মর্ম অনুসারে। ‡

ফলকথা আভিধানিক ভাবে 'দীন' শব্দ যে— সকল অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রতিফল, অভ্যাস, আনুগত্য এবং ধর্ম সমধিক উল্লেখযোগ্য। অতীতকালের ক্রিয়াপদে 'দানা' শব্দের অর্থ হইবে— সে তাহাকে বশীভূত করিয়াছে; দাসে পরিণত করিয়াছে, তাহার অধিকারী হইয়াছে; তাহাকে শাসন করিয়াছে। 'দইয়ানে'র অর্থ অধিকারী। আল্লামা ছদরুদ্দীন কওনভী তাহার ছুরত আলফাতিহার,— তফছীরে লিখিয়াছেন,—উল্লিখিত সমুদয় অর্থ 'দীনে'র— هذه المعاني كلها تتضمنها لفظة الدين وهي باسرها مقصودة للحق لكمال كلامه - তাৎপর্যের অন্তরভুক্ত এবং সমস্ত অর্থকে লক্ষ রাখিয়াই কোরআনে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ আল্লাহর কালাম পূর্ণাংগ। *

কোরআনে দীন শব্দের প্রয়োগ;

উল্লিখিত অর্থসমূহে কোরআনে 'দীন' শব্দ যে সকল স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সন্ধান নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১। প্রতিফল অর্থে,— ছুরত-আলফাতিহার আলোচ্য আয়তে বলা হইয়াছে— বিচারদিবসের অধিপতি। কারণ مالك يوم الدين সে দিবস পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফল দেওয়া হইবে। ছুরত আলেইমরানে কথিত হইয়াছে,— প্রত্যেক তোমাদের আচরণের প্রতিফল কিয়ামতের দিবসে وانما توفون اجوركم يوم القيامة পূর্ণ মাত্রায় তোমরা প্রাপ্ত হইবে— ১৮৫ আয়ত। কিয়ামতের দিনে সকল মতভেদের চরমভাবে নিষ্পত্তি করা হইবে বলিয়া উক্ত দিবসকে 'ইয়াওমুদ্দীন' বলা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় (যিনি)— তোমার রব্ব, তিনিই ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون কিয়ামতের দিবসে, তাহারা যে সকল— বিষয়ে মতভেদ করিতেছিল, সেসকল বিষয়ে— নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন—— আছ্ছিজদা : ২৫। কিয়ামতকে "ইয়াওমুদ্দীন" বলা হইয়াছে, কারণ সে দিবস হিছাব উপস্থিত করা হইবে,— يوم يقوم الحساب - ইব্রাহীম : ৪১। هذا يوم الدين هذا يوم الفصل - ছুরত, আছ্ছাফ্ফাতে 'ইয়াওমুদ্দীন'কে 'ইয়াওমুলফছ্ল' অর্থাৎ 'বিচার দিবস' বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে এবং উভয়কে এক সংগে উল্লেখ করিয়া বিচার— দিবসকে 'ইয়াওমুদ্দীন' বলার কারণ রূপে — বর্ণনা করা হইয়াছে— — ২০ ও ২১ আয়ত।— কিয়ামতে সমুদয় ছোটখাট স্বত্ব বিলীন হইয়া শুধু আল্লাহর স্বত্ব, স্বামিত্ব এবং আদেশাধিকার বলবৎ হইবে বলিয়া উহাকে 'ইয়াওমুদ্দীন' বলা হইয়াছে। আল্লাহ বলেন,—হে وما ادراك ما يوم الدين ؟ রছুল (দঃ) আপনি ثم ما ادراك ما يوم

* Lane's Lexicon, 943.

† মুফ্রদাত, ১৭৫ পৃঃ।

‡ মুফ্রদাত, ১৭৫ পৃঃ।

* ১৯২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

কি অবগত আছেন ইয়াওমুদ্‌দীন কি? পুনশ্চ আপনি কি

الدين ؟ يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً والامر يومئذ لله ۔

জানেন যে, প্রতিফল দিবস কাহাকে বলে? যে দিবস কোন সত্তা অন্য কোন সত্তার জন্য কোন বিষয়েরই অধিকারী হইবে না এবং সকল বিষয়ের—অধিকার সে-দিবস শুধু আল্লাহর জন্য হইবে—আল্‌ ইন্‌ফিতার: ১৭। কিয়ামতের দিনে সকল প্রভুত্ব ও রাজত্বের অবসান ঘটিয়া একমাত্র আল্লাহর রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব বিরাজ করিবে বলিয়া উক্ত দিবসকে 'ইয়াওমুদ্‌দীন' বলা হইয়াছে। কোর্‌আনে কথিত হইয়াছে যে, কিয়ামতে আল্লাহ বলিবেন, আজ—রাজত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব কাহার? শুধু একক

لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار !

ও পরাক্রান্ত আল্লাহর জন্যই! আল্‌ মু'মিন: ১৬। ফলকথা, দীনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিফল, হিছাব, শাসন, রাজত্ব, স্বত্ব ও স্বামীত্ব ইত্যাদি তাৎপর্যগুলি কিয়ামতের অর্থে বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই উক্ত দিবসকে 'ইয়াওমুদ্দীন' বলা হইয়াছে।

দীনের বিভিন্ন আর্থিক প্রয়োগগুলি কোর-আনের বিভিন্ন আয়ত সমূহে স্বতন্ত্রভাবেও প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

(ক) 'দীন' মিল্লতের অর্থে— ছুরত আল্‌-আন্‌আমে আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন,

قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم، دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا ۔

আপনি বলুন; প্রভুত আমার রব্ব আমাকে সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছেন, সুদৃঢ় দীন হানীফ ইব্‌রাহীমের ধর্মীয় সমাজ— আল্‌ আন্‌আম: ১৬২ আয়ত।

(খ) 'দীন' ইবাদতের অর্থে— ছুরত-আল্‌ কাফেরূনে আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ দিয়াছেন; আপনি বলুন, হে কাফেরের দল, —

قل يا ايها الكافرون، لااعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم

তোমরা যে বস্তুর ইবাদত কর, আমি

عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين ۔

সে বস্তুর ইবাদত করি না আর আমি যে বস্তুর— ইবাদত করি, তোমরা সে বস্তুর ইবাদত করনা। আর তোমরা যে বস্তুর ইবাদত স্বীকার করিয়াছ, আমি তাহার ইবাদতকারী নই আর আমি যে বস্তুর ইবাদত করি, তোমরা তাহার ইবাদতকারী নও। তোমাদের দীন তোমাদের জন্য আর আমার জন্য আমার দীন। ছুরত ইউছফে কথিত হইয়াছে,— আল্লাহ আদেশ — করিয়াছেন যে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য

امران لاتعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ۔

কাহারো ইবাদত করিবেনা, ইহাই সুদৃঢ় 'দীন'— ৪০ আয়ত।

(গ) 'দীন' শরীঅতের অর্থে— ছুরত-আশ-শুরায় মুছলমানদিগকে বলা হইয়াছে— তোমাদের জন্য সেই

شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي اوحينا اليك ۔

দীনকে আল্লাহ শরীঅত্‌ করিয়াছেন, যাহা প্রতিপালন করার জন্য হযরত নুহকে উপদেশ দেওয়া— হইয়াছিল এবং হে রছুল (দঃ) উহাই আমি আপনার নিকট প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছি—১৩ আয়ত।

(ঘ) 'দীন' শাসন-বিধি অর্থে—এবং (মিছরের সম্রাট) ফির্‌আওন বলিল, আমাকে ছাড়, আমি মুছাকে হত্যা করিব, সে তাহার রব্বকে ডাকিতে থাকুক!—

وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد !

আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের রাষ্ট্র-বিধান (দীন) বদ্‌লাইয়া ফেলিবে অথবা দেশে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবে,— আল্‌মুমেন: ২৬। ছুরত-ইউছুফে বলা হইয়াছে— এবং ইউছুফের পক্ষে মিছরের সম্রাটের আইন (দীন) অনুসারে তাহার ভ্রাতা (বনিয়ামীন) কে আটক করার উপায় ছিলনা— ৭৬ আয়ত। আশ্‌শুরায় বলা হইয়াছে, তাহাদের

وما كان ليأخذ اخاه في دين الملك

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন্য কি আল্লাহর শরীক দল রহিয়াছে যে, তাহারা উহাদের জন্য, যে সকল বিষয়ে আল্লাহ অনুমতি দেন নাই, সেই সকল বিষয়ে বিধান (দীন) ব্যবস্থিত করিয়াছ?—২১ আয়ত।

ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

(ঙ) 'দীন' প্রাধান্য অর্থে— মুছলমানদিগকে সর্বপ্রকার অশান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার আদেশ দিয়া বলা হইয়াছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সর্ববিধ ফিত্‌নার নিবৃত্তি না ঘটে এবং প্রাধান্য (দীন) শুধু আল্লাহর জন্য স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে থাক— আল্‌বাকারাহ, ১৯৩ আয়ত।

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله !

(চ) 'দীন' আদেশের অনুসরণ, প্রভুত্ব স্বীকার এবং ইবাদতের অর্থে,— ছুরত-ইউছুফে বলা হইয়াছে —আল্লাহ ছাড়াও কি অন্য কাহারো আদেশ আছে? তোমাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তোমরা তাঁহাকে— ছাড়া অন্য কাহারো ইবাদত করিবেনা, ইহাই সুদৃঢ় দীন— ৪০ আয়ত।

ان الحكم الا لله ؟ امران الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم —

এস্থলে লক্ষ রাখা আবশ্যক যে, আদেশ ও ইবাদতকে দীন বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এইযে, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আদেশের অধিকার স্বীকার করার অপর নাম ইবাদত এবং এই অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারো প্রাপ্য নয়। কোন মানুষের বা শাসনকর্তৃপক্ষের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আদেশের আনুগত্য— অবিধেয়, এই শ্রেণীর আদেশগুলি সর্বদা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ।

(ছ) 'দীন' দাসত্ব অর্থে— ছুরত-আল্‌ওয়াকিআতে মৃত্যুকালীন অবস্থার বর্ণনা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, তোমরা যদি (আল্লাহর) দাস না হও, তাহাহইলে (প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার পর) উহাকে ফিরাইয়া আন, যদি তোমাদের (স্বাধীন হইবার) দাবী সঠিক হয়—৮৭ আয়ত।

فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين

(জ) সমর্পণ ও আনুগত্যের অর্থে— ছুরত-আন্‌নিছায় বলা হইয়াছে—— তাহার চাইতে উৎকৃষ্ট দীনের অধিকারী- কে, যেব্যক্তি নিজের মুখকে আল্লাহর জন্য সমর্পণ করিয়াছ? ১২৫ আয়ত।

ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله ?

(ঝ) 'দীন' কিয়ামতের অর্থে— ছুরত-আয্‌যারিয়াতে বলা হইয়াছে,—— তোমাদিগকে যাহার আগমন সংবাদ— দেওয়া হইতেছে— তাহা অভ্রান্ত সত্য এবং 'দীন' নিশ্চয় সংঘটিত— হইবে— ৬ আয়ত।

انما توعدون لصادق وان الدين لواقع -

(ঞ) 'দীনে'র যে অর্থগুলি পৃথক পৃথক ভাবে কোরআনের বিভিন্ন আয়ত হইতে প্রদর্শিত হইল, সেই অর্থ গুলি সমষ্টিগত ভাবে যেসকল আয়তে 'দীন' শব্দে ব্যবহৃত হইয়াছে, অতঃপর সেগুলি উল্লেখ করা হইল।

প্রথম আয়ত, যাহারা আল্লাহ কে বিশ্বাস— করেনা, চরম দিবস- কেও নয় এবং আল্লাহ ও তদীয় রছুল (দঃ) যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেনা এবং সত্যদীনের যাহারা অনুসরণ করেনা, তোমরা তাহাদের সহিত সংগ্রাম কর—২৯ আয়ত।

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق -

উল্লিখিত আয়তে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, — কিয়ামতের দিবসকে বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) বিধি-নিষেধের আনুগত্যকে 'দীন' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং উহাকে — 'সত্য দীন' (দীনে হক) বলা হইয়াছে। পুনশ্চ যাহারা বর্ণিত 'সত্যদীনে'র অনুসরণ না করিয়া উহার— বিপরীত মতবাদ ও আচরণের অনুসরণ করিয়া থাকে তাহাদের অনুসরণ কার্য্যকেও 'দীন' (ইয়দীনো) বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। এই আয়তে মানুষের অনুসরণীয় সর্ববিধ সত্য মিথ্যা মতবাদ ও

www.ahlehadeethbd.org

আচরণ 'দীন' বলিয়া কথিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় আয়ত প্রত্যুত আল্লাহর নিকট গ্রাহ্য দীন একমাত্র ইছ্‌লাম ان الدين عند الله الاسلام —আলেইম্‌রান ১৯। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনপদ্ধতির নাম ইছ্‌লাম। অতএব আচার ও অনুষ্ঠানের সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিধানকে এই আয়তে 'দীন' বলা হইয়াছে।

তৃতীয় আয়ত, উক্ত ছুরতে পুনশ্চ বলা হইয়াছে— তাহারা কি আল্লাহর দীন ছাড়া অপর কোন দীন— চায়? অথচ আকাশ-সমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাঁহার বশীভূত হইয়া রহিয়াছে আর সমস্তই তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে— ৮৩ আয়ত।

افغيردين الله يبغون ولـه اسـلم من فى السموات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون —

চতুর্থ আয়ত, উপরিউক্ত আয়তের পর বলা হইয়াছে— যাহারা ইছ্‌লাম ছাড়া অন্য 'দীনে'র অনুসরণ করিবে, তাহাদের সে-দীন গ্রাহ্য হইবেনা—৮৫ আয়ত।

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه —

'দীনে'র যতগুলি তাৎপর্য্য উল্লিখিত হইয়াছে, উদ্‌ধৃত তিনটী আয়তে বর্ণিত 'দীন' শব্দের ভিতর সে সমস্তই নিহিত আছে, একটিকেও পরিত্যাগ— করার উপায় নাই।

পঞ্চম আয়ত, আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে হিদায়ত ও সত্যদীন সহকারে প্রেরণ— করিয়াছেন, অন্যান্য সমুদয় দীনের উপর জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে - আল্‌ফতহ, ২৮ আয়ত।

هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

৬ষ্ঠ আয়ত, আল্লাহর সাহায্য এবং জয় যখন আসিয়া পড়িবে এবং আপনি দেখিবেন— যে, ফওজ-দর-ফওজ মানুষেরা আল্লাহর দীনে প্রবেশ করিতেছে।

اذاجاء نصرالله والفتح و رايت الناس يدخلون فى دين الله افواجا —

উল্লিখিত আয়তগুলিতে শুধু বিচার, শাসন,— ইবাদত বা কিয়ামতের অর্থে 'দীন' ব্যবহৃত হয় নাই, দীনের যাবতীয় তাৎপর্য সমষ্টিগত ভাবে কথিত— হইয়াছে।

এই বিস্তৃত আলোচনার সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে, সকলঅবস্থায় দীনের অর্থ ধর্ম বা ইবাদতরূপে গ্রহণ করা যেরূপ ভ্রমাত্মক সেই রূপ শুধু নৈতিক বা আধ্যাত্মিক বিধানকে দীন নামে অভিহিত— করাও অসংগত। আবার কোর্‌আনে অনেক ক্ষেত্রে যে রূপ দীন শব্দের সমুদয় অর্থ লক্ষ রাখিয়া উহা ব্যবহৃত হইয়াছে তেমনি অনেক স্থলে শুধু একটী নির্দিষ্ট অর্থে উহা উল্লেখ করা হইয়াছে। কোর্‌আনের বর্ণনা ভংগীর এই রীতি সাবধানতার সহিত অনুসরণ করা আবশ্যক।

বিচার-দিবসের কতিপয় নাম,

কোরআনে বিচার-দিবসকে তাহার নানা রূপী বৈশিষ্টের জন্য বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে, যথা—

১। ইয়ামুদ্‌দীন——প্রতিফল দিবস (আল্‌ফাতিহা : ৪)।
২। ইয়াওমুল আখের—চরম দিবস (আল্‌বাকারাহ : ১৭৭)।
৩। ইয়াওমুল কিয়ামহ—পুনর্জীবন দিবস (আল্‌ কিয়ামহ : ১)।
৪। ইয়াওমুন আযীম—মহান দিবস (আল্‌-আন্‌আম : ১৫)।
৫। ইয়াওমুন কবীর—বিরাট দিবস (হুদ : ৩)।
৬। ইয়াওমুম্‌ মশ্‌হুদ—হাজিরী দিবস (হুদ : ১০৩)।
৭। ইয়াওমুল বঅছ—পুনরুত্থান দিবস (আর্‌-রূম : ৫৬)।
৮। ইয়াওমুল হছ্‌রত—অনুশোচনা দিবস—— (মর্‌ইয়ম : ৩৯)।
৯। ইয়াওমুল ফছ্‌ল—বিচার দিবস (আছ্‌ছাফ্‌-ফাত : ২১)।
১০। ইয়াওমুল হিছাব—হিছাব দিবস (ইব্‌রাহীম : ৪১)।
১১। ইয়াওমুত তলাক—সাক্ষাৎ দিবস (আল্‌ মুমিন : ১৫)।
১২। ইয়াওমুল আযিফা—দৌড়াইবার দিবস— (ঐ : ১৮)।
১৩। ইয়াওমুল ওয়াঈদ—ভয়াবহ-প্রতিশ্রুতি —— পালন দিবস (কাফ : ২০)।
১৪। ইয়াওমুল খুরূজ—নির্গত হইবার দিবস— (কাফ : ১১)।
১৫। ইয়াওমুল খলুদ—অনন্তকালীন দিবস — (কাফ : ৩৪)।
১৬। ইয়াওমুত তগাবুন—সর্বনাশের দিবস (আত্‌-তাগাবুন : ৯)।

www.ahlehadeethbd.org

—তক্‌বীর—

আবুল হাশেম

"আল্লাহু আক্‌বর,—"
ওরে মুসলিম, উঁচু করে তোর ঝাণ্ডা তুলিয়া ধর।
মনে পড়ে নাকি তেরশ' বছর আগে,
কার আহ্বানে স্তিমিত ধরণী— প্রাণ-স্পন্দনে জাগে?
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বুকের পাথর, খুলে ফেলে শৃঙ্খল,
বাহিরিয়া আসে জেন্দান হতে বন্দীরা চঞ্চল,
মুখে মুক্তির গান;
প্রাণবন্যায় দিকে দিকে করে দুর্বার অভিযান॥
তক্‌বীর শুনি জাগিয়া উঠিল ইন্দ্রজালের মত,
আল্‌হাম্‌রার আম্লা সুফিয়ার গম্বুজ শত শত;
লাল কেল্লায় হেলালী নিশান গর্বের ভরে ওড়ে,
পথে যেতে যেতে চকিত পথিক চাহে বিস্ময় ভরে।
মুখরিয়া চরাচর,
আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে, "আল্লাহু আক্‌বর।"

দেখেছ বন্ধু,— মতি মস্‌জিদ, দেওয়ানী আম ও খাস,
কুতুবমিনার চূড়া ছুঁয়ে যার সীমাহীন নীলাকাশ?
দেখেছ তাজমহল?
ভেবো'না বন্ধু, এই বুঝি মোর যাহা কিছু সম্বল।
তাজমহলের শুভ্র পাথরে পাবেনাকো সন্ধান,
আমার মনের মিনার কোথাও ছুঁয়ে আছে আস্‌মান।
দেখনি কি তুমি দিশি দিশি হ'তে আসে কত আসোয়ার,
আসে রাজদূত, বহি ভারে ভারে উপঢৌকন ভার।
খলিফার রাজপ্রাসাদ কোথায়, খুঁজে খুঁজে হয়রান,
খলিফা যে আছে ধূলির—শয়নে নাহি জানে সন্ধান।
তুচ্ছ মিনার পাষাণের চূড়া, নর-চূড়ামণি কত
জীর্ণ খেজুর চাটাইর পাশে হয়ে পড়ে অবনত।

'আল্লাহু আক্‌বর'——
সাম্যের বাণী আনিয়াছি আজি শাশ্বত সুন্দর—
আজমী আরবী সৈয়দ পাঠান কাজী ও খোন্দকার—
জোলা চাষী কলু নিকারী কামার অথবা চর্মকার—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে যাহাই হও, মুস্‌লিম কি না একথা জানিতে চাই
মুস্‌লিম যদি, এস মোর বুকে, তুমি যে আমার ভাই।
ভ'য়ে ভ'য়ে কেন রহিয়াছ দূরে? কেন মিছে সংশয়—
শূদ্র নহতো, পারিয়া নহতো, এতো মন্দির নয়
এযে মস্‌জিদ নিঃসঙ্কোচে জামাতে দাঁড়াও এসে,
কাঁধে কাঁধ দিয়া, অকপট মনে, শুদ্ধ শান্ত বেশে—
তক্‌বীর দাও "আল্লাহু আক্‌বর"—
কারো চেয়ে কভু ছোট নহি আমি বিরাট বিশ্বপর।

"আল্লাহু আক্‌বর"——
মুস্‌লিম কভু নহে নতশির এই অবনীর পর।
আমারে করিতে নত—
যুগে যুগে যত জালিমের দল আঘাত হেনেছে কত!
আঘাত আমারে করিয়াছে দুর্জয়,
দুর্যোগ মোরে করিয়াছে নির্ভয়,
নির্ভয়ে কত পীড়ণ করেছি জয়,—
শুধু কি পীড়ণ? কত প্রলোভন, রাজ্য ও বৈভব
আমারে সেধেছে, আমি চাহিয়াছি শাহাদৎ গৌরব।
রক্ত দিয়াছি আল্লার রাহে মৃত্যু পরিখা পর—
দাঁড়ায়ে গেয়েছি নির্ভীক সুরে "আল্লাহু আক্‌বর।"

প্রতি ভ্রূকুটির শাসনে যে কাঁপে সে নহে মুসলমান
জালিমেরে যেবা প্রভু বলি মানে সে নহে মুসলমান,
নহে সে ইমানদার—
বে-ইমান সনে রফা ক'রে যেবা রহিছে নির্বিকার।
নামাজে দাঁড়ায়ে বার বার করে মানস আঁখির আগে,
হাজার প্রভুর চেহারা যাহার চিত্তফলকে জাগে,
নীলদাঁড়া আর খাড়া হয় নাকো ভেঙে পড়ে ভাবনায়—
রুকু দিতে গিয়া হুমড়ি খাইয়া শুয়ে পড়ে সেজ্‌দায়।
সেজদা তাহার আল্লারে ছাড়ি তাগুতের পায়ে পড়ে,
শয়তান তারে টেনে লয় ফের গলশৃঙ্খল ধরে,
এই যত সব বুজ্‌দিল্ লাগি দাও তক্‌বীর দাও
বজ্র আরাবে ভয় ভেঙে দিয়ে কণ্ঠ ছাড়িয়া গাও
"আল্লাহু আক্‌বর"—
আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই মোর বিশ্বভুবন পর।"

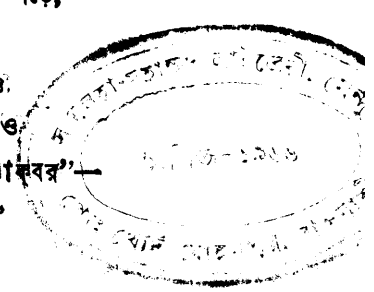

———•::•———

www.ahlehadeethbd.org

যাকাতুল-ফিত্‌র

আভাষ।

মুছলমানগণের জন্য যেসকল আর্থিক ইবাদত ফর্‌য করা হইয়াছে, তন্মধ্যে রামাযানুল মুবারকের ছদকা বা যাকাতুলফিত্‌র অন্যতম। সর্বসাধারণের মধ্যে এই যাকাত 'ফিত্‌রা' নামে প্রসিদ্ধ।

জাতির ভিতর হইতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিসদৃশ্যতা বিদূরিত করার জন্য ইছলামী-সমাজ-ব্যবস্থায় যাকাতের বিধি প্রবর্তিত আছে। সমাজের সকল স্তরে ধনের বণ্টন ও সম্প্রসারণ কল্পে এবং তাহাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদ রহিত করার পক্ষে যাকাত অপেক্ষা কার্যকরী ও সফল— অন্য কোন বিধান নাই। মাত্র বাইশ বৎসরের ভিতর 'যাকাত-ব্যবস্থা' অতীতে জাতির মধ্য হইতে দারিদ্রের কদর্য দীনতা কিভাবে নিশ্চিহ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, নিম্নবর্ণিত ঘটনা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইবে। আবু উবাইদ কাছিম বিনে ছল্লাম তাঁহার 'অর্থশাস্ত্রে' (কিতাবুল আম্‌ওয়াল) ছনদ সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুআয বিনে জবল হযরত উমর ফারুকের খিলাফতেও ইয়ামানের যাকাত ওছুলকারী ছিলেন। তিনি প্রথমে যাকাতেব তৃতীয়াংশ রাজধানীতে প্রেরণ করেন। উমর ফারুক উহা ফেরত দেন এবং মুআযকে লিখিয়া পাঠান, আমি আপনাকে গোমশ্‌তা— لم ابعثك جابيا ولا آخذ করিয়া অথবা জিয্‌য়া جزية ولكن بعثتك لتاخذ ওছুল করার জন্য— من اغنياء الناس فتردها পাঠাইনাই। ধনিক على فقرائهم — শ্রেণী হইতে যাকাত গ্রহণ করিয়া সেইস্থানের নির্ধন শ্রেণীর মধ্যে ফিরাইয়া দিবার জন্য আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি। মুআয জওয়াব দেন— আমার নিকট হইতে ইহা গ্রহণ وما انا اجد احدا ياخذه করে, এরূপ— منى কাহাকেও এস্থানে আমি দেখিতেছিনা। দ্বিতীয় বৎসরে মুআয যাকাতের অর্ধাংশ মদীনায় প্রেরণ করেন, সেবারেও উমর ফারুক উহা ফেরত পাঠান। তৃতীয় বৎসরে হযরত মুআয এই কথা বলিয়া ইয়ামানের সমস্ত যাকাত ما وجدت احدا ياخذ منى شيئا — মদীনায় পাঠাইয়া দেন যে, যাকাত গ্রহণকারী একটী ব্যক্তিও আমি ইয়ামানে খুঁজিয়া পাইলামনা। *

অভাব ও দারিদ্রের এই পরীক্ষিত ও অব্যর্থ— প্রতিষেধক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্যের— কথা. জাতির মধ্যে অবাঞ্ছিত আর্থিক বৈষম্য এবং অসহনীয় বঞ্চনা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।— ইহার কারণ এইযে, ইছলামের অর্থনৈতিক বিধানের তুলনায় অ্যাংলো-আমেরিকান ধনবাদ নীতি সুবিধাবাদীদের কাছে লোভনীয় বোধ হইতেছে আর রুশীয় কম্যুনিজমের পূজারীরা প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক সর্বপ্রকার বৈচিত্রকে হিংস্র ডাণ্ডার দুর্দমনীয় প্রহারে মিছ্‌মার করিবার দুর্নিবার আকাংখায় ইছলামী সমাজবিধানকে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়াছে। যাহারা যাকাত-বিধির অনুসারী বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে, তাহারাও ইহার ব্যবস্থা ও নিয়মকে শরীঅতের নির্দেশ মত অনুসরণ করা আবশ্যক মনে করিতেছেনা। ফলে এই অব্যর্থ বিধান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে।

যেসকল আর্থিক ইবাদত 'যাকাত' নামে কথিত, রামাযানের ফিত্‌রা তন্মধ্যে একটী। আসন্ন রামাযানুল মুবারক উপলক্ষে যাকাতুলফিত্‌র সম্পর্কিত কতকগুলি বিধান বক্ষমান প্রবন্ধে সংকলিত করা হইবে। এই নিবন্ধ মৎসংকলিত 'শম্‌মাতুল ইত্‌র' নামক আরাবী পুস্তকের আংশিক অনুবাদ মাত্র। মূল পুস্তকে ফিত্‌রার যাবতীয় মছআলা সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে, উহার হুবহু অনুবাদ প্রকাশ করার মত স্থান তর্জুমানের পৃষ্ঠায় নাই। মুছলমানগণ এই নিবন্ধের সাহায্যে কিঞ্চিৎ উপকৃত হই-

* আল্‌আম্‌ওয়াল, ৫৯৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

লেই সমুদয় পরিশ্রম সার্থক হইবে।

যাকাতুল্‌ফিত্‌র কি ?

যাকাতুল ফিত্‌র ট্যাক্স বা ভিক্ষার পর্যায়ভুক্ত নয়। কোরআনে উহাকে 'শুদ্‌ধি' বলা হইয়াছে। ছুরত-আল্‌আ'লার ১৪শ ও পঞ্চদশ আয়তে উক্ত হইয়াছে : প্রত্যুত সে সফলমনোরথ হইল যে বিশুদ্‌ধতা লাভ করিল এবং স্বীয় প্রভুর নাম স্মরণ করিল অতঃপর নমায পড়িল। قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى –

ইব্‌নেখুযয়মা স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে ও বয়হকী—ছুননে আবদুল্লাহ মুযনীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, উপরিউক্ত আয়ত গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যে— যাকাতুল ফিত্‌র সম্বন্ধে ওগুলি অবতীর্ণ হইয়াছে। نزلت فى زكوة الفطر বয়হকীর রেওয়ায়ত সূত্রে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আয়তে— قد افلح من تزكى هى زكوة الفطر – কথিত 'প্রত্যুত সে সফলমনোরথ হইল যে বিশুদ্‌ধতা লাভ করিল' উক্তির তাৎপর্য 'যাকাতুল ফিত্‌র'!

আবদুল্লাহ বিনে উমর বলেন, উল্লিখিত আয়ত গুলি রমাযানের যাকাত সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।

তাবেয়ীগণের মধ্যে ইক্‌রিমা, ছঈদ বিন্নুল—মুছাইয়ব, মোহাম্মদ বিনে ছিরীন ও আবুল আলীয়া প্রভৃতি উল্লিখিত আয়তের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন,—ফিত্‌রা প্রদান করার পর ঈদের নমায পড়িতে—হইবে। *

ফলকথা, যাকাতুল ফিত্‌র ইবাদতের অন্তরভুক্ত, উহা আত্ম-শুদ্ধির নামান্তর।

যাকাতুল ফিত্‌র কোন শ্রেণীর আদেশের পর্যায়ভুক্ত ?

১। আবুল আলীয়া, আতাবিনে আবি রিবাহ ইবনেছিরীন, আবুকলাবা, ইমাম মালিক, শাফেয়ী, দাউদ বিনে আলী, বুখারী প্রভৃতি বিদ্বানগণ ফিতরাকে ফরয বলিয়াছেন। * ইমাম মালেক ও—হাফিয ইব্‌নেহয্‌ম যাকাতুল ফিতরের আদেশকে কোর্‌আনের "নমায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত প্রদান কর" اقيموا الصلوة واتوا الزكوة – আয়তের মোটামুটি আদেশের অন্তরভুক্ত করিয়াছেন। ইমাম মালিক বলেন,—রছুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত মোটামুটি আদেশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং যাকাতুল ফিত্‌র তাহার অন্তর—ভুক্ত। †

ইমাম ইছহাক বিনে রাহওয়ে, হাফিয ইবনুল মন্‌যর ও ইমাম বয়হকী যাকাতুল ফিতর ফরয হওয়া সম্বন্ধে বিদ্বানগণের ইজ্‌মা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন : ‡

২। হানাফী ময্‌হবের ইমামগণ বলেন যে, যাকাতুল ফিত্‌র ফর্‌য নয়, উহা ওয়াজিব, কারণ—ফর্‌য প্রমাণিত হইবার মত অকাট্য প্রমাণ নাই।

৩। মালেকীগণের মধ্যে ইব্‌নেআশ্‌হব আর শাফেয়ীগণের মধ্যে ইব্‌নুল লব্বান বলেন যে,—যাকাতুল ফিত্‌র ছুন্নতে মুওয়াক্কদা।

৪। ইবরাহীম বিনে আলীঈয়া ও আবুবকর বিনে কয়ছান আল্‌ আছম্‌ বলেন—যাকাতুল ফিত্‌-রের আদেশ মন্‌ছুখ হইয়াছে।

উল্লিখিত চতুর্বিধ উক্তির মধ্যে প্রথম অর্থাৎ—ফিত্‌রা ফরয হইবার অভিমত বলিষ্ঠ এবং অগ্রগণ্য।

ইমাম মালেক, বুখারী, মুছলিম আবুদাউদ ও নাছায়ী প্রভৃতি আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ ও আবু-ছঈদ খুদ্‌রীর বাচনিক فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوة الفطر – الحديث – বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যাকাতুল ফিত্‌রকে ফর্‌য্‌ করিয়াছেন। ¶

* ফত্‌হুলবারী (৬) ৬৪ পৃঃ; ছুননে কুবরা (৪) ১৫৯ পৃঃ।

* বুখারী (১) ১৭২; মুওয়াত্তা ১২৪ পৃঃ, মুহাল্লা (৬) ১১৯ পৃঃ।

† শরহে মুওয়াত্তা যুর্‌কানী (২) ৭৯ পৃঃ।

‡ ফত্‌হুল বারী (৬) ৬১ পৃঃ; ছুবলুছ্‌ছালাম (২) ১১২ ছুননে কুবরা (৪) ১৫৯ পৃঃ।

¶ ছহীহ্‌ বুখারী (১) ১৭২ পৃঃ; ছহীহ মুছলিম (১) ৩১৭; আবুদাউদ (২) ২৫; নাছায়ী ৩৯৮ পৃঃ; মুওয়াত্তা ১২৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

রছুলুল্লাহ (দঃ) যে কার্যকে ফরয করিয়াছেন তাহাকে ফরয ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা উচিত নয়। হানাফী বিদ্বানগণের ফিত্‌রাকে ফরযের পরিবর্তে ওয়াজিব বলা পারিভাষিক বিতর্ক মাত্র। ফর্‌যীয়ত এবং ওজুব উভয়ের তাৎপর্য অভিন্ন। যে-হেতু রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক উহা ফরয আখ্যাত হয় নাই সুতরাং তাঁহারা উহাকে ফরযের পরিবর্তে ওয়াজিব বলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু আবদুল্লাহ বিনে উমরের প্রমুখাৎ বুখারী—ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যাকাতুল ফিত্‌রের আদেশ দিয়াছেন।

امر النبى صلے الله عليه وسلم بزكاة الفطر —

সুতরাং জানা যাইতেছে যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) উহাকে ফরয করার আদেশ ছাহাবাগণের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয় এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) যে কার্যকে ফরয—বলিয়া নির্দেশিত করিয়াছেন, তাহাকে ফরযের—শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করাই উত্তম।

যাঁহারা ফিত্‌রাকে ছুন্নত বলিয়াছেন তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, কথিত ফরযের তাৎপর্য হইতেছে পরিমিত করা অর্থাৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) যাকাতুল ফিতর এক ছা পরিমিত করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌নেদকীকুল-ঈদ বলেন যে, অভিধানে মূলতঃ ফরযের অর্থ পরিমিত করা হইলেও শরীঅতের পরিভাষায় অবশ্য—করণীয় অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়াথাকে, সুতরাং শর্‌য়ী অর্থ গ্রহণ করাই বিধেয়। *

ইমাম ইব্‌নে হয্‌ম বলেন, ছুন্নত বলা ভুল, কারণ এ দাবীর প্রমাণ নাই এবং এরূপ অর্থ করিয়া বিনা দলীলে শব্দকে উহার মূল তাৎপর্য হইতে পরিবর্তিত করা হইয়াছে। †

هذا خطأ لانه دعوى بلابرهان واحالة اللفظة عن موضوعها بلادليل —

যাঁহারা ফিত্‌রার আদেশ মনছুখ বলেন,—তাঁহারা তাঁহাদের দাবীর পোষকতায় নাছায়ীর একটী হাদীছ উপস্থিত করিয়া থাকেন। কয়েছ বিনে

* ফতহুল বারী (৬) ৬১ পৃঃ।

† আল্‌মুহাল্লা (৬) ১১৯ পৃঃ।

ছঅদ বলিতেছেন যে, যাকাতের আদেশ—অবতীর্ণ হইবার পূর্বে রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে ফিত্‌রার জন্য

امرنا رسول الله صلے الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكوة لم يامرنا ولم ينهنا ونحن نفعله —

আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হইবার পর ফিত্‌রার জন্য আদেশ বা — নিষেধ করেন নাই এবং আমরা উহা প্রদান করিয়া আসিতেছি। *

উল্লিখিত হাদীছ সম্বন্ধে ছনদ ও মতন উভয় দিকদিয়া জওয়াব এইযে, প্রথমতঃ উহা গ্রাহ্য নয়, কারণ উহার ছনদের একজন রেওয়ায়তকারী অপরিচিত। হাফিয ইব্‌নেহজর আছ্‌কালানী এবং হাফিয মোহাম্মদ বিনে ইছমাঈল ইয়ামানী ছনদের উক্ত ত্রুটীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। †

দ্বিতীয় উত্তর এইযে, উল্লিখিত হাদীছটী বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়ালইলেও উহার সাহায্যে — ফিত্‌রার ফরয বা ওয়াজিব হওয়া মনছুখ সাব্যস্ত হয় না। কারণ

(ক) উল্লিখিত হাদীছেই কথিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ফিত্‌রা দেওয়ার কার্য নিষেধ করেন নাই সুতরাং নিষেধ নাকরা পর্যন্ত ফরয বা ওয়াজিবের পূর্ববর্তী আদেশ মনছুখ হইতে পারেনা।

(খ) সর্ববিধ যাকাতের আদেশ যাকাতের আয়তের অন্তরভুক্ত, উক্ত আয়ত দ্বারা ফিতরার যাকাতও সাব্যস্ত হইতেছে, অতএব উক্ত আয়তের সাহায্যে ফিত্‌রার যাকাত মনছুখ হইতে পারেনা।

(গ) উল্লিখিত হাদীছের রাবী ছাহাবা স্বয়ং বলিতেছেন যে, আমরা উক্ত আয়ত নাযিল হইবার পরও ফিত্‌রা দিয়া আসিতেছি, সুতরাং তাঁহার এই উক্তিই মনছুখ হইবার দাবীকে বাতিল করিতেছে।

(ঘ) ফিত্‌রা ফর্‌য, ওয়াজিব বা ছুন্নতে-মুওয়াক্কদা হওয়া সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদ থাকি-

* নাছায়ী ৩৯৮ পৃঃ।

† ফত্‌হুল বারী (৬) ৬১ পৃঃ; ছুবলুছ্‌ছালাম (২) ১১২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

লেও উহা প্রদান করার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ নাই, সুতরাং এরূপ একটী সর্ব-সম্মত নির্দেশ অলীক কথার উপর ভিত্তি করিয়া কদাচ মন্‌ছুখ হইতে পারেনা।

সকল কথার সারাংশ এইযে, ফিত্‌রার আদেশ কদাচ মন্‌ছুখ নয় এবং উহা প্রদান করা ফরয।—প্রমাণের দিকদিয়া ইহাই অকাট্য অভিমত।

যাকাতুল ফিত্‌র কাহাদের উপর ফরয?

ইমাম মালিক, আহ্‌মদ, বুখারী, মুছ্‌লিম, আবু-দাউদ, তিব্‌মিযী, দারকুতনী, হাকেম, ইবনে খুযয়মা প্রভৃতি আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যাকাতুল ফিত্‌রকে দাস, স্বাধীন, পুরুষ, স্ত্রী, ছোট ও বড় মুছলমানদের জন্য ফরয করিয়াছেন। على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين – وفى رواية على كل مسلم – আবু দাউদ—তাঁহার একটী রেওয়ায়তে 'প্রত্যেক মুছলমানের প্রতি' বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন। *

উপরোক্ত মর্মের মর্‌ফু হাদীছ ইবনে খুযয়মা ও দারকুতনী আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের বাচনিক—এবং মুছলিম আবু ছঈদ খুদ্‌রীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন। +

বুখারী ও বয়হকী নাফেঅ্‌ এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ বিনে উমর প্রত্যেক ছোট বড় এমন কি স্বীয় দাস নাফেঅ্‌ এর বংশধরগণের পক্ষ হইতেও ফিত্‌রা প্রদান করিতেন। ‡

দারকুতনী ছনদ সহকারে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ইব্‌নে উমর তাঁহার পরিবারভুক্ত সমুদয় বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক, যাহাদের তিনি ভরণ পোষণ করিতেন এবং তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর দাস দাসীগণের পক্ষ হইতে ফিতরা প্রদান করিতেন। *

উল্লিখিত দলীলগুলির সাহায্যে প্রমাণিত হয়—যে, প্রত্যেক মুছলমান, স্ত্রী ও পুরুষ, শিশু ও বয়স্ক সকলের ফিতরা দেওয়া ফরয।

প্রথম মতভেদ,

ছাহাবাগণের মধ্যে আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ এবং তাবেয়ীগণের মধ্যে কাযী শুরয়হ, আবুওয়ায়েল,—ইব্‌রাহীম নখ্‌য়ী, ইমাম বাকের, শঅবী ও হাছান বছরী এবং ইমামগণের মধ্যে মোহাম্মদ বিনুল হাছান ও যুফর বলেন, পিতৃহীন শিশুর জন্য ফিতরার আদেশ বলবৎ হইবেনা। +

ছাহাবাগণের মধ্যে মুছলিম জননী আয়েশা, উমর ফারুক, আলী মুর্তযা, আবদুল্লাহ বিনে উমর জাবির বিনে আবদুল্লাহ, ইমাম হাছান এবং তাবেয়ীগণের মধ্যে জাবির বিনে যয়েদ, মুজাহিদ, আতা, তাউছ, ইব্‌নে ছিরীন ও যুহরী এবং ইমামগণের মধ্যে আবুহানীফা, মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ বিনে হাম্বল বলেন যে, ইয়াতিমের জন্যও ফিতরা ওয়াজিব। ‡

যাহারা পিতৃহীন শিশুদের জন্য ফিতরার ওজুব কে অস্বীকার করেন, তাঁহাদের উক্তির কোন প্রমাণ নাই। যাহারা ওয়াজিব বলিয়া থাকেন তাঁহারা এ সম্পর্কে কতকগুলি হাদীছ উধৃত করিয়াছেন। এই সকল হাদীছ ইমাম শাফেয়ী, আবু উবাইদ, আবদুর রয্‌যাক ও তাবারানী কর্তৃক ইউছুফ বিনে মাহক ও আনছ বিনে মালিকের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে। ¶ আমি এই সকল হাদীছের মতন [text] উধৃত করা

* মুওয়াত্তা (১) ২১৭ ; মুছ্‌নদে আহ্‌মদ (ফত্‌হুর্‌ রব্বানী) ৯ম, ১৩৪ পৃঃ ; বুখারী (ফত্‌হসহ) ৩, ২৯১ পৃঃ ; মুছ্‌লিম (১) ৩১৭ পৃঃ : আবুদাউদ—(আওনসহ) ২, ২৬ পৃঃ ; তিব্‌মিযী (তুহ্‌ফাসহ) ২, ২৮ পৃঃ ; দারকুত্‌নী (১) ২১৯ পৃঃ ; মুছ্‌তদ্‌রক (১) ৪১০ পৃঃ ; ফত্‌হুলবারী (৩) ২৯৩ পৃঃ।

+ দারকুত্‌নী (১) ২২২ পৃঃ ; নয়লুল আওতার (৪) ১৫৫ পৃঃ ; মুছ্‌লিম (১) ৩১৮ পৃঃ।

‡ বুখারী ফত্‌হ সহ (৩) ২৯৮ ; ছুননে কুব্‌রা (৪) ১৬১ পৃঃ।

* ছুননে দারকুত্‌নী (১) ২২০ পৃঃ।

+ মুহাল্লা (৬) ১৩৯ ; আম্‌ওয়াল (১) ৪৫২ পৃঃ।

‡ মুওয়াত্তা (১) ২০৮ ; ছুননে বয়হকী (৪) ১০৮ ; মুহাল্লা (৫) ২০৭ ; আম্‌ওয়াল ৪৪৯—৪৫৩, মাছায়েলে ইমাম আহমদ ৮৭ পৃঃ।

¶ তল্‌খীছুল হাবীর ১৭৬ পৃঃ, আম্‌ওয়াল ৪.৯ পৃঃ, মুহাল্লা (৫, ২০৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবশ্যক মনে করিনা, কারণ ওগুলির একটীও মর্ফু ভাবে প্রমাণিত হয় নাই। যে সকল ছহীহ হাদীছে প্রত্যেক ছোট বড়র জন্য ফিতরা ওয়াজিব করা হইয়াছে, বিদ্বানগণের বৃহত্তম দল সেই সকল হাদীছের ব্যাপক নির্দেশকে লক্ষ রাখিয়াই পিতৃহীনের জন্যও যাকাতের নির্দেশ অবশ্য প্রতিপালনীয় বলিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তই বলিষ্ঠ এবং গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় মতভেদ,

ছঈদ বিন্নুল মুছাইব ও হাছান বছরী বলেন, যে ছিয়াম পালন করেনাই অর্থাৎ রোযা রাখে নাই তাহার জন্য ফিতরা ওয়াজিব নয়।

অন্যান্য বিদ্বানগণ বিশেষতঃ ইমাম চতুষ্টয় বলেন যে, সকল মুছলমানের জন্যই ফিতরা ওয়াজিব, ছিয়াম পালন করিয়া থাকুক কি না করিয়া থাকুক।

প্রথমোক্ত অভিমত আবুদাউদ প্রভৃতি কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আব্বাছের হাদীছের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাতে কথিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—ফিতরা রোযাদারের রোযার ত্রুটী বিচ্যুতির শুদ্ধি। *

طهرة للصائم من اللغو والرفث –

শেষোক্ত দল বলেন যে, অধিকাংশ লোকের অবস্থা বিবেচনা করিয়াই শুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, যেমন ছিয়াম সম্বন্ধে যাহার ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটেনাই অথবা রামযানের শেষ সূর্য অস্তমিত হইবার মুহূর্তকাল পূর্বে যে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের জন্যও ফিতরা ওয়াজিব, সেইরূপ যাহারা ছিয়াম পালন করে নাই তাহাদের পক্ষেও ফিতরা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য।† শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ বলেন যে, ইবনেউমরের হাদীছ যাহা— ইমাম মালিক প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, ছোট বড় এবং যে ছিয়াম পালন করিতে অসমর্থ তাহাদের সকলের জন্য ফিতরা ওয়াজিব। *

وفى الحديث انها نجب على الصغير والكبير وممن لم يطق الصوم –

আমি বলিতে চাই যাহাদের উপর রোযা ফরয নয়, তাহাদের জন্য ফিতরা ফরয হওয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিকই সাব্যস্ত হইয়াছে এবং যাহারা ইচ্ছাকৃত ভাবে ছিয়াম পালন করিবেনা, তাহাদের জন্য ফিতরা তাহাদের ছিয়ামের ত্রুটী বিচ্যুতির কাফ্ফারা না হইলেও তাহাদের জন্য ফিত্‌রার ওজুব বাতিল হয় নাই। ছিয়াম ও যাকাতুল ফিতর দুইটী স্বতন্ত্র ফরয কার্য, সুতরাং কোন ব্যক্তি একটী ফরয কার্য—সম্পাদন না করার দরুণ অন্য ফরয কার্যের দায় হইতে বেহাই পাইতে পারে না এবং যে ব্যক্তি ছিয়াম—পালন না করার সংগে সংগে ফিতরার আদেশও অমান্য করিবে, তাহাকে আল্লাহর ফরয অমান্য করার অপরাধের সংগে তদীয় রছুলের (দঃ) ফরয অমান্য করার অপরাধেও অপরাধী হইতে হইবে এবং তাহার উপর দ্বিবিধ দণ্ড প্রযুক্ত হইবে।

তৃতীয় মতভেদ,

ইমাম মোহাম্মদ বিন্নুল হাছান ও ইমাম—যুফর বলেন যে, অল্প বয়স্ক সন্তানদের ফিত্‌রা তাহাদের পিতা নিজের সম্পদ হইতে প্রদান করিবে, শিশুসন্তানদের সম্পদ হইতে প্রদান করিলে পিতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

ইমাম আবুহানীফা ও কাযী আবু ইউছুফ বলেন, শিশুসন্তানদের মাল থাকিলে তাহাদের মাল হইতে ফিত্‌রা প্রদত্ত হইবে, অন্যথায় প্রতিপালনকারীরূপে পিতা নিজের মাল হইতে প্রদান করিবে।

ইমাম ইব্‌নে হয্‌ম বলেন, শিশুসন্তানদের মাল থাকিলে সেই মাল হইতে প্রদত্ত হইবে আর যদি মাল নাথাকে, তাহাহইলে তাহাদের জন্য ফিত্‌রা দেওয়া আবশ্যক নয়। পিতা যদি দিতে ইচ্ছা করে, তাহাহইলে প্রথমে ফিত্‌রার মাল সন্তানকে হেবা করিতে হইবে।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী বলেন, পিতা শিশু সন্তানদের মাল থাকিলে তাহাদের মাল হইতে নচেৎ পিতা তাহার নিজের মাল হইতে তাহাদের

* ছুননে আবুদাউদ (২) ২৫ পৃঃ।
† ফতহুলবারী (৩) ২৯২ পৃঃ।
* মুছাউওয়া (১) ২১৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ফিত্‌রা প্রদান করিবে।

প্রথম অভিমতের দলীল এইযে, যাকাতুল ফিত্‌র ইবাদত এবং উহা মালের যাকাতের ন্যায়; এবং শিশুদের উপর ইবাদত ফরয নয়, সুতরাং তাহাদের মাল হইতে ফিত্‌রা দেওয়া যাইতে পারেনা। * কিন্তু এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, প্রথমতঃ স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) ছোটদের জন্যও ফিত্‌রা ওয়াজিব করিয়াছেন এবং ছহীহ হাদীছের সমকক্ষতায় ইমাম মোহাম্মদের কিয়াছ পরিত্যাজ্য। দ্বিতীয়তঃ যাকাতুল ফিত্‌র যে মালের যাকাতের অনুরূপ ইহা সর্বসম্মত উক্তি নয়। ইমাম যুহ্‌রী, ইমাম মালিক এবং ছলফেছালেহীন উলামার অনেকেই ফিত্‌রাকে—মালের যাকাতের পর্যায়ভুক্ত করেন নাই।

দ্বিতীয় অভিমতের ভিত্তি একটী হাদীছ।—আল্লামা ইব্‌নুল হুমাম হিদায়ার ভাষ্যে উধৃত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— যাহাদের তোমরা ভরণপোষণ করিতেছ, ادوا عمن تمونون তাহাদের পক্ষ হইতে তোমরা ফিত্‌রা পরিশোধ কর। †

ইব্‌নুল হুমাম যে হাদীছটী উল্লেখ করিয়াছেন উহা দার্‌কুত্‌নী ও বয়হকী ইমাম জাফর ছাদিক—ও আবদুল্লাহ বিনে উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যাকাতুল ফিত্‌র ছোট ও বড়, পুরুষ ও স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের—— তোমরা ভরণপোষণ কর তাহাদের জন্য ফরয করিয়াছেন। ‡

فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى ممن تمونون -

ইমাম যয়লয়ী বলেন, ইমাম জা'ফর ছাদিকের হাদীছ মুর্ছল, কারণ তিনি কোন ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেননাই। ইব্‌নেহিব্বান বলেন যে,——জা'ফর ছাদিকের হাদীছ যদি তাঁহার সন্তানগণ——রেওয়ায়ত করেন, তাহা গ্রাহ্য হইবেনা, কারণ তাঁহার সন্তানগণের বর্ণিত হাদীছ বহু দোষত্রুটীতে পরিপূর্ণ। * উল্লিখিত হাদীছটী ইমাম জাফরের সন্তান রাই রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

ইমাম ইব্‌নে দকীকুলঈদ বলেন, আলোচ্য —হাদীছের রাবীদের কেহ কেহ দোষমুক্ত হইতে পারেন নাই আর রাবীদের মধ্যে এমনও কেহ আছেন যিনি অপরিজ্ঞাত। †

আবদুল্লাহ বিনে উমরের হাদীছ সম্বন্ধে বয়হকী বলেন উহা সুদৃঢ় নয়। ‡

দার্‌কুতনী বলেন, উহার ছনদের অন্যতম রাবী কাছেম বিনে আবদুল্লাহ বিনে আমের বিনে যরারা বিশ্বস্ত নন। প্রকৃত পক্ষে উহা মওকুফ, ছাহাবার—উক্তি। ¶

ইব্‌নে দকীকুলঈদ বলেন নদের অন্যতম—রাবী আবয়য বিন্নুল আপ্পর অপরিচিত। §

উল্লিখিত হাদীছটী ইমাম শাফেয়ীও ইমাম বাকেরের প্রমুখাৎ এবং বয়হকী হয্‌রত আলীর—বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ীর ছনদের জনৈক ব্যক্তি ইব্‌রাহীম বিনে মোহাম্মদ—সম্বন্ধে ইমাম আহ্‌মদ বলেন, সকল বিপদের আকর, জাল হাদীছ প্রস্তুতকারী, তাহার হাদীছ পরিত্যক্ত। ইয়াহ্‌য়া বিনে ছঈদুল কাত্তান বলেন— মিথ্যাবাদী। ‡ ইব্‌নে হয্‌ম বলেন, দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা পচা মুর্ছল। ||

বয়হকীর হাদীছটীও মুর্ছল।

মোটের উপর আল্লামা ইব্‌নুল হুমাম যে—হাদীছটীকে দলীল স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য নয়।

হাফিয ইব্‌নেহয্‌মের বক্তব্যের সারাংশ এই যে, হাদীছে স্বয়ং ছোট ও বড়রা ফিতরা দিতে আদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের পিতারা নয়, সুতরাং শিশু সন্তা-

* ইনায়া শর্‌হে হিদায়া (২) ৩২ পৃঃ।
† ফত্‌হুল কদীর (২) ৩৩ পৃঃ।
‡ ছুননেকুবরা (৪) ১৬১ পৃঃ।

* নছ্‌বুর্‌রায়া, ৪২৩ পৃঃ।
† তা'লীকুল মুগ্‌নী, ২২০ পৃঃ।
‡ ছুননে কুবরা (৪) ১৬১ পৃঃ।
¶ ছুননে দারকুত্‌নী ২২০ পৃঃ।
§ নছ্‌বুররায়া, ৪২৩ পৃঃ।
‡ খুলাছা তয্‌হীব, ২১ পৃঃ।
|| মুহাল্লা (৬) ১৩৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

নের ফিতরা পিতার জন্য ওয়াজিব হইতে পারেনা। *

আমি বলিতে চাই যে, ছাহাবাগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় তাঁহাদের পরিবারভুক্ত ছোট ও বড়দের পক্ষ হইতে ফিত্‌রা প্রদান করিতেন। ইমাম মুছলিম আবু ছঈদ খুদ্‌রীর বাচনিক রেওয়ায়ত— করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন তখন আমরা প্রত্যেক ছোট ও বড়, স্বাধীন ও দাসের পক্ষ হইতে ফিতরা বাহির করিতাম। † আর ছাহাবীগণ ইহা রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশসূত্রেই করিতেন। ইব্‌নে খুযয়মা ও দারকুতনী আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ছোট ও বড় স্বাধীন ও দাসদের পক্ষ হইতে — রামাযানের যাকাত প্রদান করার জন্য আদেশ করিলেন। ‡

كنا نخرج اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك -

امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤدى زكاة رمضان ..... عن الصغير و الكبير والحر والمملوك -

ফলকথা, ফিতরা ছোট ও বড়দের প্রতি যেরূপ ওয়াজিব করা হইয়াছে, তেমনি তাহাদের পক্ষ— হইতেও প্রদান করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে আর ছাহাবাগণ এই আদেশ রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগেই প্রতিপালন করিতেন। এ-কথার তাৎপর্য এইযে, শিশু-সন্তানদের যদি নিজস্ব মাল থাকে, তাহা হইলে সেই মাল হইতেই তাহাদের ফিতরা আদা করিতে হইবে আর যদি না থাকে তাহা হইলে তাহাদের অভিভাবকদিগকে নিজেদের মাল হইতে প্রদান করিতে হইবে। ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম ইব্‌নেহয্‌ম উভয়ের— সিদ্ধান্তই এ বিষয়ে ভ্রমাত্মক। আর ভরণ-পোষণের জন্যই যে পিতাকে শিশুসন্তানের ফিতরা দিতে হইবে, একথাও সঠিক নয়, অবশ্য যাহার পক্ষ হইতে ফিত্‌রা আদা করা হইবে, তাহার সহিত ফিতরাদাতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা আবশ্যক।

চতুর্থ মতভেদ

হানাফী বিদ্বানগণের অধিকাংশ বলেন যে,— বয়স্ক সন্তানদের নিজস্ব মাল থাকুক কি নাথাকুক, তাহাদের পিতা তাহাদের ফিতরা আদা করার— অধিকারী নয়। কিন্তু ইবনুলহুমাম বলিয়াছেন, যদি বয়স্কদের ফিতরা তাহাদের পিতা প্রদান করে তাহা জায়েয হইবে। কাযী খান বলেন, ইহাই ফত্‌ওয়া। * ইব্‌নেহযম বলেন, পিতা বয়স্ক সন্তানদের ফিত্‌রা দিতে ইচ্ছা করিলে সে মাল তাহাদিগকে হেবা— করিতে হইবে। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেন বয়স্ক সন্তান যদি পিতার পরিবারভুক্ত হয় আর— তাহার মাল থাকে, তাহা হইলে পিতাকে সন্তানের মাল হইতে ফিতরা আদা করিতে হইবে। অন্যথায় নিজের মাল হইতে দিলেও ফিতরা আদা হইয়া— যাইবে। †

এ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বয়স্ক— সন্তান যদি পিতার পরিবারভুক্ত থাকে আর তাহার নিজস্ব মাল নাথাকে, তাহা হইলে পিতাকেই তাহার ফিতরা দিতে হইবে। পরিবারভুক্ত না থাকিলে পিতার জন্য বয়স্ক সন্তানের ফিতরা ওয়াজিব নয়। পুত্রকে মাল হিবা করার পর তাহা হইতে ফিত্‌রা দেওয়ার কথা ইব্‌নেহয্‌ম ছাড়া পূর্ব ও পরবর্তী বিদ্বানগণের কেহই বলেননাই।

পঞ্চম মতভেদ

পাগলের ফিতরা সম্বন্ধে ইমাম যুহরী ও ইবনেহযম বলেন যে, মাল থাকিলে ওয়াজিব হইবে। ‡

মোহাম্মদ বিনুল হাছান ও যুফর বলেন, পিতা নিজের মাল হইতে দিবে, পাগল সন্তানের মাল হইতে দিতে পারিবেনা।

ইমাম আবুহানীফা ও কাযী আবুইউছুফ —

* মুহাল্লা (৬) ১৩৯ পৃঃ।
† ছহীহ মুছ্‌লিম (১) ৩১৮ পৃঃ।
‡ দারকুতনী (১) ২২২ ও নয়নুল আওতার (৪) ১৫৫ পৃঃ।

* হিদায়া ও ফ্‌তহুল কদীর (২) ৩৩ পৃঃ।
† মুওয়াত্তা, যুরকানীসহ (২) ৭৮ পৃঃ; উম (২) ৫৪ ও ৫৫ পৃঃ।
‡ আম্‌ওয়াল ৪৫৩ পৃঃ, মুহাল্লা (৬) ১৪০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলেন, পাগলের মাল থাকিলে তাহার মাল হইতে নতুবা পিতা নিজের মাল হইতে দিবে। *

আল্লামা ইব্‌নে মুজায়ম বলেন, শিশু ও পাগলের অভিভাবক বা ওছীর পক্ষে তাহাদের মাল হইতে ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব, যদি না দেয় বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর আদা করা ওয়াজিব হইবে।

পিতা যদি দরিদ্র কিংবা পাগল হয়, তাহার—ফিতরা তাহার পুত্রের জন্য আদা করা ওয়াজিব। বয়স্ক সন্তান সাবালগত্বপ্রাপ্তির পূর্বেই পাগল হইয়া থাকুক বা পরে, পিতাকে তাহার ফিতরা দিতে—হইবে। †

এ বিষয়ে ইমামে আ'যমের সিদ্ধান্ত হাদীছের সহিত সুসমঞ্জস ও বলিষ্ঠ।

ষষ্ঠ মতভেদ,

ছুফয়ান ছওরী, আবুহানীফা, ইবনুল মন্‌যর, ও আবুছুলয়মান দাউদ যাহেরী বলেন যে, নারীর স্বামী থাক কি নাথাক, তাহার ফিত্‌রা তাহাকেই দিতে হইবে, স্বামীকে দিতে হইবেনা। ‡

মালিক শাফেয়ী, লয়েছ বিনে ছঅদ, আহ্‌মদ বিনে হাম্বল ও ইছ্‌হাক বিনে রাহওয়ে বলেন, স্ত্রীর ফিতরা স্বামীর পক্ষে আদা করা ওয়াজিব। ইঁহারা ভরণ পোষণের সম্পর্ককে ভিত্তি করিয়া ফিত্‌রার দায়িত্ব স্বামীকে দিয়াছেন।

প্রথমোক্ত দল বলেন, স্ত্রীর সহিত স্বামীর—ভরণ·পোষণ ও অভিভাবকত্বের সম্পর্ক পূর্ণাংগ নয়, সুতরাং স্বামী স্ত্রীর ফিত্‌রার জন্য দায়ী হইবেনা।

আমি বলিতে চাই যে, ভরণ-পোষণের হাদীছ পূর্বেই অপ্রমাণিত সাব্যস্ত হইয়াছে আর ভরণ-পোষণ ও ফিত্‌রার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান আছে। পুরুষ অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িলে তাহার—বিবাহিতা দাসীর ফিত্‌রা তাহার প্রতি ওয়াজিব হইলেও উহার ভরণ·পোষণ ওয়াজিব নয়। আবার কাফেরা স্ত্রীর ফিত্‌রা স্বামীর জন্য সর্বসম্মতি-ক্রমে ওয়াজিব নয়, অথচ তাহার ভরণ পোষণ—ওয়াজিব। এরূপক্ষেত্রে ভরণ·পোষণকে ফিত্‌রা—আদা করার কারণ সাব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত রহিতেছে না। আবার প্রকাশ্য হাদীছ 'পুরুষ ও স্ত্রীর জন্য—ফিত্‌রা ওয়াজিব' على الذكر والانثى কে নির্ভর করিয়া যদি স্বামীর জন্য স্ত্রীর পক্ষ হইতে ফিতরা দেওয়া অবৈধ হয়, তাহাহইলে পিতার পক্ষে শিশু সন্তানদের ফিতরা দেওয়াই বা কেমন করিয়া বৈধ হইবে? অথচ বিদ্বান মণ্ডলীর অধিকাংশ এবং স্বয়ং ইমাম আবুহানীফা ও কাযী আবু ইউছুফ উহাকে বৈধ বলিয়াছেন আর ভরণ·পোষণের দিক দিয়া স্ত্রীও শিশু সন্তানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

আমার অভিমত এইযে, স্ত্রীর মাল থাকিলে স্বামী সেই মাল হইতে, নচেৎ নিজের মাল হইতে স্ত্রীর ফিতরা আদা করিবে।

সপ্তম মতভেদ,

মালিক ও শাফেয়ী বলেন, চাকর বাকরদের ফিতরা গৃহস্বামী আদা করিবেনা।

লয়েছ বিনে ছঅদ বলেন, চাকরের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হইয়া নাথাকিলে গৃহস্বামীকে তাহার ফিত্‌রা দিতে হইবে নচেৎ নয় *

বয়হকী আবদুল্লাহ বিনে উমর সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সংসারের সমুদয় ব্যক্তির পক্ষ হইতে ফিতরা আদা করিতেন। †

আমি বলিব যে, চাকরের ফিতরা গৃহস্বামীর জন্য আদা করার কোন নির্দেশ রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক প্রমাণিত হয় নাই, সুতরাং গৃহস্বামীর জন্য উহা ওয়াজিব নয়, তবে যে চাকরের নিজস্ব মাল নাই, সে যদি সংসারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, তাহার ফিত্‌রা গৃহস্বামীর পক্ষে আদা করা উত্তম।

যাহাদের জন্য যাকাতুল ফিত্‌র আদা করা—ফরয, তাহাদের মধ্যে যাহাদের সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন, তাহাদের মোটামুটি আলোচনা শেষ হইল। সংক্ষিপ্তসার কথা এইযে, প্রত্যেক

* ফত্‌হুলকদীর (২) ৩৩ পৃঃ।
† বহ্‌রুর্‌রায়িক (২) ২৬১ পৃঃ।
‡ হিদায়া ইনায়া সহ (২) ৩৩ পৃঃ।

* মুহাল্লা (৬) ৩৭ পৃঃ।
† ছুননে কুবরা (৪) ১৬১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মুছলমান, ছোট ও বড়, স্বাধীন ও দাস, পুরুষ ও স্ত্রীর জন্য ফিতরা ফরয। যদি তাহাদের নিজস্ব মাল থাকে, ফিতরা তাহাদের মাল হইতে দিতে হইবে আর যদি মাল নাথাকে আর তাহারা কোনব্যক্তির পরিবারভুক্ত হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তিকে ফিতরা প্রদান করিতে হইবে।

কিরূপ আর্থিক অবস্থায় ফিত্‌রা ওয়াজিব ?

যাহাদের প্রতি ফিত্‌রা ওয়াজিব, তাহাদের কিরূপ আর্থিক সংগতি আবশ্যক, সে সম্বন্ধেও বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন।

ইমাম যয়েদ বিনে আলী ও আবুহানীফা—— বলেন, শরীঅতের দিক দিয়া যাহারা সংগতিসম্পন্ন (গনী), কেবল তাহাদিগকেই ফিত্‌রা দিতে হইবে। যাহাদের পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা বৈধ, তাহাদের প্রতি ফিত্‌রা ওয়াজিব নয়। যে ব্যক্তি ২ শত— দিরহমের অধিকারী, শুধু তাহার প্রতি ফিতরার আদেশ প্রযোজ্য হইবে এবং ইহা তাহার বাসগৃহ পোষাক, তৈজসপত্রাদি, অশ্ব, অস্ত্র সস্ত্র ও দাসদাসীর অতিরিক্ত হওয়া আবশ্যক। এ সমস্তের মূল্য ধর্তব্য হইবে না এবং এ-গুলির অতিরিক্ত যাহা, তাহা দুই শত দিরহমের কম হইলে তাহার উপর ফিতরা— ওয়াজিব হইবে না। *

তাবেয়ীগণের মধ্যে আতাবিনে আবিরিবাহ,— হাছান বছরী, আবুল আলীয়া, শঅবী এবং ইমামগণের মধ্যে মালিক, শাফেয়ী, আহমদ বিনে হাম্বল, ইছহাক বিনে রাহওয়ে ও দাউদ যাহেরী প্রভৃতি বলেন, ফিতরা ওয়াজিব হইবার পক্ষে সংগিতসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক নয়, যাহার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা বৈধ, তাহার জন্যও ফিতরা ওয়াজিব। ফিতরা অথবা অন্য উপায়ে সংগ্রহ করিয়া এক দিবস ও রাত্রির খাদ্যের অতিরিক্ত এতটা অর্থ যাহার কাছে জমিয়াছে যে— তদ্বারা সে ফিতরা আদা করিতে সক্ষম, তাহার প্রতি উহা ওয়াজিব হইবে। *

ইমাম শাফেয়ী বলেন, শওওয়ালের চাঁদ উদিত হওয়ার সময়ে যাহার কাছে নিজের ও তাহার পরিবারবর্গের একদিবস ও রাত্রির উপযোগী খাদ্য রহিয়াছে এবং তাহার অতিরিক্ত এতটা সম্পদ আছে যে, তাহার সাহায্যে সে নিজের ও পরিবারবর্গের ফিতরা আদা করিতে সক্ষম, সে নিজের ও পরিবারবর্গের ফিতরা আদা করিবে। আর যদি নিজের ও পরিবারবর্গের খাদ্যের অতিরিক্ত তাহার কাছে কিছু নাথাকে তাহাহইলে তাহাকে ফিতরা দিতে হইবেনা। ‡ ইমাম ছাহেব আরও বলিয়াছেন, দুঃস্থব্যক্তির (ফকীর) পক্ষে ফিতরা আদা করার পর উহা গ্রহণ করায় দোষ নাই। ‡

ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল বলেন, যে ফকীরের কাছে একদিনের খোরাকের অতিরিক্ত মাল রহিয়াছে তাহাকে ফিতরা দিতে হইবে। ¶

প্রথম অভিমতের সপক্ষে হিদায়ায় একটী— হাদীছ উধৃত হইয়াছে— لاصدقة الا عن ظهر غنى সংগতির (গিনা) অতিরিক্ত না হওয়া পর্যন্ত দান — নাই। § এই হাদীছ উপরিউক্ত মতনে ইমাম আহমদ আবু হোরায়রার বাচনিক মর্ফুভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম বুখারী তাঁহার ছহীহ গ্রন্থের যাকাত ও ওছীয়ত অধ্যায়ে উহা تعليقا রেওয়ায়ত করিয়াছেন এবং আবুহোরায়রা ও — হাকীম বিনে হিযামের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল হইতে যে দান خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى করা হয় তাহাই উত্তম। ‡

ইমাম মুছলিম, ইছমায়ীলী ও বয়হকী হাকীম বিনে হিযামের এবং হাকিম আবু হোরায়রার বাচনিক

* ছুননে কুবরা (৪) ১৬৪ পৃঃ, মুহাল্লা (৬) ১৪১ নয়লুল আওতার (৪) ১৫৮ পৃঃ।

* হিদায়া ও ইনায়া (২) ২৯ ও ৩০ পৃঃ, শরহে— বিকায়া (১) ২১৯ পৃঃ।

‡ আলউম (২) ৫৬ পৃঃ।

‡ মুখতছর মুযানী (১) ২৫৫ পৃঃ।

¶ মছায়েলে আহমদ ৮৬ পৃঃ।

§ হিদায়া ফতহ সহ (২) ৩০ পৃঃ।

‡ বুখারী, ফতহ সহ (৩) ২৩৪ ও ২৩৫।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই হাদীছ উপরিউক্ত মর্মে রেওয়ায়ত করিয়াছেন *

উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য সম্বন্ধে বিদ্বানগণ—একমত হইতে পারেননাই।

ইমাম তাবারী বলেন, সুস্থ শরীরে, সজ্ঞানে,—যদি ঋণ না থাকে এবং কষ্টে ধৈর্যশীল থাকে, পরিবার বর্গ বিদ্যমান নাথাকে, কিংবা থাকিলে তাহারাও ধৈর্য-শীল হয় এরূপ কোন ব্যক্তি তাহার সমস্ত মাল যদি দান করে, তাহা হইলে উহা জায়েয হইবে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই হাদীছের তাৎপর্য এই যে, যে দানের ফলে প্রার্থীকে আর যাচ্ঞা করিতে হয় না, সেই দান উত্তম।

ইমাম নববী বলিয়াছেন, আমাদের মতে যাহার ঋণ নাই কিংবা ধৈর্য ধরিতে অক্ষম এরূপ ব্যক্তির যদি পোষ্য না থাকে এবং যে স্বয়ং দুঃখ ও অভাব সহ্য করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহার পক্ষে সমুদয় মাল ছদ্‌কা করা মুছ্‌তহব।

ইমাম খাত্‌তাবী বলেন, হাদীছের তাৎপর্য এই যে, ভরণপোষণের উপযোগী মাল রাখিয়া তাহার অতিরিক্ত দান করা উত্তম।

ইমাম কর্তবী বলেন, কোর্‌আনের আয়ত এবং হাদীছ খাত্তাবীর প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করিতেছে। যাঁহারা স্বয়ং ক্ষুধার্ত থাকিয়াও দান করেন, يوثرو ن على انفسهم ولو كان بهم خصاصة — কোর্‌আনে তাঁহাদের প্রশংসা করা হইয়াছে (আল-হশর : ৯) এবং আবু যরের হাদীছে কথিত افضل الصدقة جهد من مقل — হইয়াছে, অতি অল্পের মধ্য হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া দান করা সর্বোত্তম। কর্তবী বলেন, হাদীছের গ্রহ-ণীয় অর্থ এই যে, নিজের ও পরিবারবর্গের হক আদা করার পর এরূপ দান যাহার ফলে দানকারী কাহারো মুখাপেক্ষী হইয়া না পড়ে, তাহাই সর্বোত্তম দান।—অতএব হাদীছে কথিত সংগতি বা 'গিনা'র তাৎপর্য হইল আবশ্যক প্রয়োজন, যেমন চাঞ্চল্যকর ক্ষুধা, যাহা অসহনীয়, সেই সময়ের খাদ্য, বিবস্ত্রতা নিবারণের উপযোগী কাপড়, এই ধরণের বস্তু দান করা জায়েয নয় বরং হারাম। *

মোটের উপর উল্লিখিত হাদীছের একাধিক—ব্যাখ্যা সম্ভবপর হওয়ায় শুধু একটী ব্যাখ্যার সাহায্যে উহাকে স্বীয় অভিষ্টের প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা যায় না। এতদ্ব্যতীত হাদীছে কথিত 'যহ্‌রেগিনা' শব্দের যে ব্যাখ্যা রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক উল্লিখিত আছে, তাহাও হিদায়ায় পরিগৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিকূল,—

আবদুল্লাহ্ বিনে আহ্‌মদ বিনে হাম্বল ইমামের মুছনদের যওয়ায়েদে হযরত আলীর প্রমুখাৎ রেওয়াত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'যহ্‌রে গিনা' (সংগতির অতিরিক্ত) কি? হয্‌রত বলিলেন,— عشاء ليلة রাত্রির খাদ্য।

হাফিয মন্‌যরী ইহার ছনদকে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। †

নিম্নলিখিত হাদীছগুলিও হিদায়ায় উল্লিখিত—তাৎপর্যকে খণ্ডন করিতেছে,—

১। আবুদাউদ, ইব্‌নে খুযয়মা, ইবনে হিব্বান ও হাকিম আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, افضل الصدقة جهد من مقل অল্প কিছুর মধ্য হইতে কষ্টস্বীকার করিয়া দান করা সর্বোত্তম।

ইমাম হাকিম ইহাকে মুছ্‌লিমের শর্তানুসারে ছহীহ বলিয়াছেন এবং হাফিয যহবী তাঁহার উক্তির সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ‡

২। তাবারানী আবু উমামার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, افضل الصدقة سر الى فقير وجهد من مقل রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, সর্বোত্তম দান ফকীরকে গোপনে দেওয়া—আর অল্পের মধ্য হইতে কষ্ট করিয়া দান করা।

* মুছ্‌লিম (১) ৩৩২ পৃঃ; ছুনানে কুব্‌রা (৪) ১৭৭ পৃঃ, মুছ্‌তদ্‌রক (১) ৪১৩ পৃঃ।

* ফত্‌হুলবারী (৩) ২৩৫ পৃঃ।

† মুছনদে আহমদ ও বলুগুল আমানী (৯) ৯৪পৃঃ।

‡ মুছতদ্‌রক (১) ৪১৪; বলুগুল আমানী (৯)—১৬৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইব্নুল আছীর বলেন যে, 'জুহদু মিমুকল'—বাক্যের তাৎপর্য—আর্থিক দৈন্যের অসুবিধাজক অবস্থা। *

بقدر ما يحتمل حال قليل المال –

৩। নাছায়ী, ইবনে খুযয়মা ইব্নেহিব্বান ও হাকিম আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এক দিরহম লক্ষ দিরহমকে অতিক্রম করিয়া গেল। লোকেরা জিজ্ঞাসা—করিলেন, কেমন—করিয়া হে আল্লাহর রছুল ? হযরত (দঃ) বলিলেন, একজন লোকের দুইটী মাত্র দিরহম আছে সে তন্মধ্য হইতে একটী লইয়া দান করিল আর—অন্য ব্যক্তির বহু অর্থ রহিয়াছে, সে তাহার মধ্য হইতে লক্ষ মুদ্রা দান করিল। *

سبق درهم مائة الف ! قالو : كيف يارسول الله ؟ قال : رجل له درهمان فاخذ احدهما فتصدق به وآخرله مال كثير فاخذ من عرضها مائة الف –

ফল কথা, যে হাদীছের সাহায্যে কেবল ধনবান-দের জন্য ফিতরাকে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে তাহা-দ্বারা অভিষ্ট প্রমাণিত হয় নাই এবং অভাব গ্রস্ত-দের জন্য যে ফিতরা ফরয নয় উক্ত হাদীছ দ্বারা—তাহাও সাব্যস্ত হয়নাই।

মালের যাকাতের উপর ফিতরার কিয়াছ অসমঞ্জস।

ইবনে খুযয়মা বলেন, ফিতরার জন্য ছাহেবে—নিছাব হইবার শর্তের কোন প্রমাণ নাই। ফিতরা শরীরের যাকাত, মালের যাকাত নয়। †

আল্লামা শওকানী বলেন, মালের যাকাতের—উপর ফিতরার যাকাতকে কিয়াছ করা ভ্রমাত্মক, কারণ ফিতরার ওজুব দেহের সহিত আর যাকাত—মালের সহিত সম্পর্কিত। ‡

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ বলেন, ফিতরার—মধ্যে নিছাব ইত্যাদির শর্ত নাই, যেসক্ষম তাহার জন্যই ওয়াজিব। *

হিদায়ায় কথিত হইয়াছে—ছাদকাতুল ফিতরকে 'ছাদাকাতুর রঅছ' মাথার ছদ্কা বলা হয়। †

ফলকথা, যাকাতুল ফিত্র শরীর বা মস্তকের সহিত সম্পর্কিত, ধনের সংগে এ যাকাতের কোন—সম্পর্ক নাই। সুতরাং মালের যাকাতের উপর ইহার কিয়াছ অসমঞ্জস।

বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত,

ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য যাকাতুল-ফিত্র ওয়াজিব, এই সিদ্ধান্তই বলিষ্ঠ ও সঠিক। এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে যেসকল প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা—হইতেছে।

(ক) আবুদাউদ, ইব্নেমাজা. দারুকুত্নী ও হাকিম আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন,—রছুলুল্লাহ (দঃ) যাকাতুল ফিত্র ফরয—করিয়াছেন, উহা রোযাদারের বেহুদা আচরণ ও—অশ্লীলতার শুদ্ধি এবং মিছ্কীনগণের ভরণপোষণ। ‡

فرض رسول الله صلى الله عله وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين –

দারুকুত্নী বলেন, রাবীগণের মধ্যে কেহ ত্রুটী-সম্পন্ন নাই।

হাকিম বলেন, বুখারীর শর্ত অনুসারে বিশুদ্ধ। যহবী হাকিমের দাবী সঠিক রাখিয়াছেন। *

এই হাদীছের সাহায্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, ফিত্রা মালের যাকাত নয়, উহা দোষ ত্রুটীর কাফ্-ফারা এবং ধনী ও দরিদ্র উভয়ের জন্যই তাহাদের দোষত্রুটীর শোধনকল্পে উহার প্রয়োজন রহিয়াছে। হাফিয ইব্নে হজর বলেন 'রোযাদারের শুদ্ধি' শব্দ দ্বারা জানাযাইতেছে যে, ফিত্রা ধনীদের ন্যায়—

* মুছতদ্রক (১) ৪১৬; নয়নুল আওতার (৪) ১৫৮ পৃঃ।
† ফত্হুল বারী (৩) ২৯২ পৃঃ;
‡ নয়নুল আওতার (৪) ১৫৮ পৃঃ।

* মুছ্ফফা (১) ২১৮ পৃঃ।
† হিদায়া (২) ৩২ পৃঃ।
‡ ছুননে আবুদাউদ (২) ২৫ পৃঃ; দারুকুত্নী (১) ২১৯ পৃঃ; মুছতদ্রক ও তল্খীছ (১) ৪০৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দরিদ্রের জন্যও ওয়াজিব। *

(খ) আবুদাউদ, দারকুত্‌নী ও বয়হকী ছ'অলবা বিনে আবি ছোআয়রের পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা—করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— ফিত্‌রা ছোট ও বড়, স্বাধীন ও দাস, পুরুষ ও স্ত্রী— সকলের পক্ষে। যাহারা তোমাদের মধ্যে— ধনী, আল্লাহ তাহাদিগকে শোধিত করিবেন আর যে দরিদ্র সে যতটা দিয়াছে— আল্লাহ তাহাকে তাহার অধিক প্রত্যর্পণ করিবেন।

صدقة الفطر عن صغير وكبير حر او عبد ذكر او انثى اما غنيكم فيزكيه الله تعالى واما فقيركم فيرد الله تعالى عليه اكثر مما اعطاه - زاد سليمان غنى او فقير -

ছুলায়মানের রেওয়ায়তে 'ধনী ও দরিদ্র' বাক্য বর্দ্ধিত আছে। †

(গ) ইমাম আহ্‌মদ ছ'অলবার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন— ছোট ও বড়, পুরুষ ও স্ত্রী স্বাধীন ও পরাধীন ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য যাহারা তোমাদের মধ্যে ধনবান, আল্লাহ তাহাদিগকে শোধিত করিবেন এবং যাহারা তোমাদের মধ্যে দরিদ্র, তাহারা যাহা দিবে, তাহার অতিরিক্ত তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন। ‡

صغير او كبير ذكر او انثى حر او مملوك، غنى او فقير' اما غنيكم فيزكيه الله' واما فقيركم فيرد عليه اكثر مما يعطى -

(ঘ) দারকুত্‌নী, তাহাবী ও তাবারানী উল্লিখিত হাদীছ নিম্নবর্ণিত ভাষায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন,— ছোট ও বড়, স্বাধীন ও দাস, প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যেক মাথাপিছু। ইমাম যুহ্‌লী এই হাদীছের ছনদ ও মত্‌নকে সঠিক বলিয়াছেন এবং হিদায়ায় ফিত্‌রাকে মাথার ছদ্‌কা প্রমাণিত করার জন্য উল্লিখিত হাদীছ-দলীলরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। *

عن الصغير والكبير والحر والعبد عن كل واحد وعن كل رأس -

(ঙ) ইমাম আহ্‌মদ ও বয়হকী আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, যাকাতুল ফিত্‌র প্রত্যেক স্বাধীন, দাস, পুরুষ, স্ত্রী, ছোট, বড় নির্ধন ও ধনীর জন্য।

كان زكاة الفطر على كل حر او عبد ذكر او انثى' صغير او كبير فقير او غنى -

মঅ্‌মর বলেন যে, যুহরী এই হাদীছ মর্ফু'ভাবে রেওয়ায়ত করিতেন। কিন্তু সঠিক কথা এইযে, উহা আবুহোরায়রার উক্তি এবং ছহীহ। †

(চ) ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ, বুখারী, মুছলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী হাকিম, ইব্‌নেখুযয়মা, দারকুত্‌নী, দারমী, নাছায়ী, ইব্‌নেমাজা, ও তাহাবী প্রভৃতি আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) দাস ও মুক্ত, পুরুষ ও স্ত্রী, ছোট ও বড়র জন্য যাকাতুল ফিত্‌র ফরয করিয়াছেন। ‡

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير -

বিদ্বানগণের বৃহত্তম দল উল্লিখিত হাদীছসমূহের সাহায্যে ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য যাকাতুল-ফিত্‌রকে ওয়াজিব বলিয়াছেন এবং ইহাই সুদৃঢ় অভিমত।

ইমাম ইব্‌নেহয্‌ম বলেন, যে দরিদ্র ব্যক্তির কাছে ফিত্‌রার পরিমাণ মাল রহিয়াছে, তাহাকে ফিত্‌রার ওজুব হইতে বাদদিবার উক্তি অবৈধ, কারণ বাদদিবার কোনই প্রমাণ নাই। যাহার একে-

* ফত্‌হুলবারী (৩) ২৯২ পৃঃ।

† আবুদাউদ (১) ৪০৯ পৃঃ; দারকুত্‌নী (১) ২২৩পৃঃ; ছুনন কুবরা (৪) ১৬৩ পৃঃ।

‡ মুছ্‌নদে আহ্‌মদ (ফত্‌হুর্‌রব্বানী) ৯ম, ১৪৪পৃঃ।

* দারকুত্‌নী (১) ২২২; তাহাবী (১) ৩২০; বয়হকী (৪) ১৬৪ ও ১৬৮ পৃঃ।

† ছুননে কুবরা (৪) ১৬৪; মজ্‌মউয্‌যওয়ায়েদ (৩) ৮০ পৃঃ।

‡ মুওয়াত্তা (১) ২০৭; মুছনদ (ফতহুর্‌রব্বানী) ৯,১৩৪; বুখারী (ফতহ) ৩,২৯১ ও ২৯৮ পৃঃ; মুছলিম (১) ৩১৭ পৃঃ; আবুদাউদ (আওন) ২, ২৭ পৃঃ, তিরমিযী (তুহফা) ২,২৮ পৃঃ; মুছতদ্‌রক (১) ৪১০; দারকুতনী (১) ২১৯ পৃঃ; দারমী (১) ২০৮; বলুগুল আমানী ৯,১৩৫; তাহাবী (১) ৩২০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বারেই ক্ষমতা নাই, শুধু সেইরূপ দরিদ্রব্যক্তিকে—বাদ দেওয়ার আদেশ রহিয়াছে। ফিত্‌রা আদা করা যে ফকীরের সাধ্যায়ত্ত, রছুলুল্লাহর (দঃ) ব্যাপক উক্তি "দাস, মুক্ত, নর, নারী, ছোট ও বড়" সূত্রে—তাহার উপরও ফিত্‌রার আদেশ প্রযোজ্য হইবে। *

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন, ولايشترط لزكاة الفطر نصاب بل هي فريضة على الغنى والفقير -
যাকাতুল ফিত্‌রের জন্য নিছাবের শর্ত নাই। উহা ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য ফরয।

ফিত্‌রা কোন্ সময়ে ওয়াজিব হয়? আর কখন উহা বাহির করিতে হয়?

ফিত্‌রা কখন ওয়াজিব হয়, সে সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মোটামুটি ভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন,—

ইমাম ছুফ্‌য়ান ছওরী, আহমদ বিনে হাম্বল ও ইছ্‌হাক বিনে রাহ্‌ওয়ের উক্তি, ইমাম মালিকের অন্যতম রেওয়ায়ত আর শাফেয়ীর নূতন অভিমত সূত্রে রামাযানের শেষ সূর্য অস্তমিত হইবার সময়ে ফিত্‌রা ওয়াজিব হয়। যে সন্তান সূর্যাস্তের পর ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈদুল ফিতরের প্রভাতের পূর্বে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে, তাহার জন্য ফিতরা ওয়াজিব নয়। †

ইমাম আবু হানীফা, লয়েছ বিনে ছঅদ, আবুছওর ও ইব্‌নে হযমের উক্তি এবং শাফেয়ীর পুরাতন অভিমত ও মালিকের অন্যতম রেওয়ায়ত অনুসারে ঈদুল ফিত্‌রের প্রভাত হইবার সময়ে ফিত্‌রা ওয়াজিব হয়। যে সন্তান ঈদুল ফিত্‌রের প্রভাত উদিত হইবার পূর্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে অথবা উক্ত রাত্রে যে ইছলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য ফিত্‌রা ওয়াজিব কিন্তু প্রভাতের পর ভূমিষ্ঠ হইলে, ইছলাম গ্রহণ—করিলে অথবা কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহাদের জন্য ফিত্‌রা ওয়াজিব হইবেনা। ‡

যেসকল প্রমাণ অবলম্বন করিয়া উভয় দল—আপনাপন সিদধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা প্রথমে সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

(১) ইমাম মালিক ও মুছলিম আবদুল্লাহ—বিনে উমরের বাচনিক ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان - রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) রামাযানে যাকাতুল ফিত্‌র ফরয করিয়াছেন। *

(২) ইমাম আহমদ, বুখারী, মুছলিম, আবুখয়ছমা, আবু দাউদ, তিরমিযী, বয়হকী প্রভৃতি—ইবনে উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ঈদের امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلوة - নমাযে বহির্গত হইবার পূর্বে ফিত্‌রা—প্রদান করার আদেশ দিয়াছেন। †

(৩) আবুদাউদ, দারকুত্‌নী, ইবনেমাজা ও হাকেম আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি—ঈদের নমাযের পূর্বে ফিত্‌রা আদা করিল, তাহার যাকাত ফিত্‌রার যাকাত বলিয়া গ্রাহ্য হইল আর যেব্যক্তি নমাযের পর উহা পরিশোধ করিল, তাহার ফিত্‌রা ফিত্‌রা নাহইয়া সাধারণ পুণ্যজনক দানের অন্তরভুক্ত হইল। ‡

من ادى زكاة الفطر قبل الصلوة فهى زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلوة فهى صدقة من الصدقات -

(৪) ইমাম আহ্‌মদ, দারকুতনী ও বয়হকী আবদুল্লাহ বিনে ছঅলবার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ঈদুল ফিত্‌রের দুই দিবস পূর্বে (ফিত্‌রার জন্য) খুতবা—প্রদান করিলেন। ¶

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيومين -

যাঁহারা রামাযানের শেষ সূর্য অস্তমিত হইবার সময়ে ফিত্‌রা ওয়াজিব হয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা প্রথম হাদীছের দ্বারা আর—শেষোক্ত দল অন্যান্য হাদীছগুলির সাহায্যে স্ব স্ব অভিমত প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিপাদ্য এবং উল্লিখিত হাদীছগুলির আলোচনা ইন্‌শাআল্লাহ তর্জুমানের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশলাভ করিবে।

* মুহাল্লা (২) ৫১ পৃঃ।
† ফত্‌হুল বারী (৩) ২৯১ পৃঃ, শরহে মুছ্‌লিম, নববী (২) ৩১৭পৃঃ।
‡ হিদায়া ও ইনায়া (২) ৪২পৃঃ; মুহাল্লা (২) ৪২পৃঃ।

* মুওয়াত্তা ২১৭; মুছলিম (১) ৩১৭পৃঃ।
† মুছ্‌নদে আহ্‌মদ (ফত্‌হুর্‌রব্বানী) ৯, ১৫০পৃঃ; বুখারী (৩) ২৯২ ও ২৯৭পৃঃ; মুছ্‌লিম (১) ৩১৮; ছুননে কুব্‌রা (৪) ১৭৪পৃঃ; আবুদাউদ (২) ২৫পৃঃ; তিরমিযী (২) ২৯পৃঃ।
‡ আবুদাউদ (২) ২৫পৃঃ; দারকুতনী (১) ২১৯পৃঃ; তলখীছুলহবীর ১৮৫পৃঃ।
¶ ফতহুর্‌রব্বানী ও বলুগুল আমানী (৯) ১৫০পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আধুনিক নারী-স্বাধীনতার স্বরূপ

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ-বি, টি।

(২)

সূচনা ঃ

তর্জুমানের পঞ্চম সংখ্যায় আমরা নারী-স্বাধীনতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে 'সুসভ্য' দেশ সমূহের 'প্রগতিশীলা' নারীবৃন্দ আধুনিক সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে কিরূপ অভিনয়-ক্রীড়ায় মাতিয়া উঠিয়াছে এবং মানব সমাজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের উপর উহার প্রতিক্রিয়া—ও ফলাফল কী দাঁড়াইতেছে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

তথাকথিত সভ্য জগৎ বর্ত্তমানে পরস্পরবিপরীত রাষ্ট্রাদর্শের ধ্বজাবাহী রূপে দুইটি বিবাদমান রাষ্ট্র—গোষ্টিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটির নেতৃত্ব করিতেছে ধনিক আমেরিকা অপরটির শ্রমিক রাশিয়া। আমরা আধুনিক নারী স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচনায় জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার দুই শাখার—প্রধান দুই ধারক ও বাহক আমেরিকা ও রাশিয়ার সমাজ-জীবন সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনার—প্রয়াস পাইব। প্রাসঙ্গিক ভাবে অন্যান্য 'সভ্য' দেশ-গুলির বিষয়ও উল্লিখিত হইবে। প্রথম ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের বর্ত্তমান গুরু আমেরিকার কথাই ধরা—যাক।

নারী-স্বাধীনতার প্রথম ছবক,

আমেরিকার মেয়েরা তাহাদের স্কুল জীবনেই—নারী-স্বাধীনতার প্রথম ছবক গ্রহণ করে। শুধু আমেরিকা নয়, পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বত্রই শিক্ষার সর্ব্ব-স্তরে সহ-শিক্ষা প্রচলিত। কিশোর-পূর্ব্ব বয়স পর্যন্ত এই প্রথা নিন্দনীয় নহে। কিন্তু কৈশোর ও যৌবনে নারী-পুরুষের একত্র পাঠাভ্যাস এবং অবাধ মেলামেশা অকল্যাণকে নিকটতর টানিয়া আনে। কৈশোরে—পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকাদের দৈহিক ও মনোজগতে বিরাট পরিবর্ত্তন শুরু হইয়া যায়। মনো-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ এই সময়টিকে অত্যন্ত মারাত্মক ও বিপদজনক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। এই সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করিলে চারিত্রিক পদস্খলনের সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে।—কৈশোরের পরই হয় শক্তি-মদমত্ত ও কাম-জাগ্রত যৌবনের সচকিত আবির্ভাব। তার চোখে মুখে—তখন দেখা যায় আনন্দ ও বিস্ময়ের চিহ্ন, অন্তরে জাগ্রত হয় নব অভিজ্ঞতালাভের উদগ্র বাসনা, দেহের প্রতি অণু পরমাণুতে ফুটিয়া উঠে এক অতৃপ্ত বুভুক্ষা। তখন নারী ও পুরুষ পরস্পরের সাহচর্য্য ও সংস্পর্শ শুধু অন্তর দিয়া কামনাই করে না, এই জন্য তাহাদের হৃদয় অধীর ও শরীর চঞ্চল হইয়া ওঠে। ইহাই—মানুষের চিরাচরিত স্বভাব—প্রকৃতির অমোঘ বিধান। এই স্বভাবকে অস্বীকার এবং প্রকৃতির এই শাশ্বত—নিয়মকে উপেক্ষা করার অর্থ সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নহে। শুধু মানুষের মধ্যেই নহে প্রত্যেক জীব জগতেও প্রকৃতির এই সনাতন নিয়ম সমভাবেই কার্য্যকরী দেখিতে পাওয়া যায়—তফাৎ শুধু এই টুকু যে, ইতর প্রাণী যদৃচ্ছভাবে এই স্বভাবের দাবীকে পূরণ করে আর বুদ্ধিমান ও সংযমশীল—মানুষ নিয়ম শৃঙ্খলার ভিতর নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে শিখে।

অবাধ মেলামেশা—

কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার 'সুসভ্য' মানব সন্তানগণ এই নিয়ম শৃঙ্খলার মূলে কুঠারাঘাত—হানিয়া মানব সমাজকে পশুত্বের নিম্নস্তরে টানিয়া লইতেছে। প্রকৃতিগত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া তাহারা শিক্ষার সকল স্তরে সহ-শিক্ষার প্রচলন—রাখিয়া উৎসুক কিশোর কিশোরী এবং আগ্রহ—ব্যাকুল যুবক যুবতীর একত্র ও অবাধ মেলামেশার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। এই সুব্যবস্থার কল্যাণে

www.ahlehadeethbd.org

তাহারা স্কুল পিরিয়ডে একসাথে উপবেশন, নিঃসঙ্কোচ আলাপ-আলোচনা, একত্রে যৌনশিক্ষার—তা'লিম এবং স্কুল পরিবেষ্টনে কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অসংযম নাচ-গানের সুযোগ সুবিধাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ছুটির পর হাল ফ্যাশনের—মোটর-যানের সাহায্যে সুদূর উন্মুক্ত প্রান্তরে অথবা বৃক্ষবাগের মায়াময় নির্জ্জন পরিবেশে রোমঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে বিলাস-ভ্রমণ এবং থিয়েটার, সিনেমা ও কার্ণিভ্যাল গৃহের আরাম-কেদারায় একত্রে একাসনে বসিয়া যৌন আবেদন ভরা দৃশ্য দর্শন আজ ছাত্রছাত্রীদের নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপারে—— দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ফলে কিশোর-কিশোরী ও—যুবক যুবতীর কাম-উন্মীলিত হৃদয়ভ্যন্তরে এক মায়াময় ইন্দ্রজাল রচিত এবং ক্রমশঃ সারা দেহমনে—উহার অপ-প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। অবশেষে চারিত্রিক পতন অনিবার্য হইয়া উঠে।

বল্গাহীন স্বাধীনতা—

আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের ডেনভার সহরের—কিশোর কোর্টের (Juvenile Court) বিচারপতি—বেন্. বি. লিণ্ডসে (Ben. B. Lindsey) ১৯০১ হইতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত উক্ত সহরের কিশোর অপরাধীদের বিচারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কিশোর-কিশোরী এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যৌনব্যাপারে প্রচলিত সমাজ ও ধর্ম্ম-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে বিপ্লবের ঝড় প্রত্যক্ষ করেন তাহার পরিচয় তিনি তাঁহার বহুল প্রচারিত—(The Revolt of Modern Youth) নামক পুস্তকে প্রদান করিয়াছেন। জজ সাহেব অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুবক যুবতীদেব উশৃঙ্খল কার্য্যাবলীকে প্রশ্রয়দান এবং—সমস্ত অপকর্ম্মের দায়িত্ব সহানুভূতিশূন্য রক্ষণশীল সমাজের উপর চাপাইতে চাহিলেও নিরপেক্ষ ও বুঝ্‌দেল পাঠকের পক্ষে উহার প্রকৃত কার্য্য-কারণ আবিষ্কার করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। আমরা সংক্ষেপে এই উশৃঙ্খলতার কতিপয় নজির নিম্নে পেশ করিতেছি। মেয়েদের বল্গাহীন স্বাধীনতা কতদূর চরমে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং উহার পরিণাম ফল কী দাঁড়াইতেছে, উহা হইতেই তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

উশৃঙ্খলতার নজীর—

১। আমেরিকার এক স্কুলের অধ্যক্ষা তাঁহার বিদ্যায়তনের ছাত্রছাত্রীদের ক্রমবর্দ্ধমান চারিত্রিক পতনে অতিষ্ঠা হইয়া অবশেষে সেই ভয়াবহ অবস্থার প্রতি অভিভাবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হন। তদুত্তরে ১৬ বৎসর বয়স্ক এক ছেলের অভিভাবক অধ্যক্ষার নিকট এই অভিযোগ পেশ করেন যে, "আমি এ বিষয়ে নিরুপায়, আমি ছেলেকে—রাত্রিতে বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছি। কিন্তু বলুন, আমি কাঁহাতক ছেলেকে পাহারা দিয়া—রাখিব? প্রতিদিন সন্ধ্যায় দলে দলে মেয়েরা আসিয়া যে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর হুইস্‌ল্ বাজাইয়া ছেলেকে আহ্বান করিতে থাকে।*

২। এক হাইস্কুলের কোন এক ছেলে কিশোর বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়া জজের নিকট এই—জবানবন্দী প্রদান করে, "আমি ওর পিছনে যাই নাই— সে-ই তার মোটর রাস্তায় দাঁড় করাইয়া—আমাকে তার সঙ্গে ঘুরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ডাকিতে থাকে। আমি মেয়েদের সঙ্গে ঘুরিতে রাজি নই বলিলে কি নেহায়েৎ বোকামীর পরিচয় দেওয়া—হইত না?" *

৩। এক বোর্ডিং-স্কুলের ৬টি বালিকার অন্তরে এক শুভ প্রভাতে এক বিচিত্র খেয়ালের উদয় হয় এবং তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করে যে আগতপ্রায় গ্রীষ্মের বন্ধে প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের সহিত যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। প্রত্যেকে তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফল অপর ৫ জনকে যথাসময় জানাইবে।

ইহাদের একজনের নাম এলেন। সে তাহার—এক ছাত্র-বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া এক সন্দেহযুক্ত হোটেলে গমন করে। সেখানে এক প্রাইভেট রুম রিজার্ভ—করিয়া তাহার বন্ধুকে ধীরে ধীরে সুকৌশলে প্রলোভিত করার চেষ্টা করে। বালকটি প্রথমে হতভম্ব ও বিস্ময়ে চমকিত হইয়া উঠে, অবশেষে আত্মসমর্পণ

* The Revolt of Modern Youth, Page 90.

www.ahlehadeethbd.org

করে।

কয়েক মাস পর এলেনের মা মেয়ের চেহারা ও হাবভাব দেখিয়া কিছু আবিষ্কার করিয়া ফেলে।— যতই দিন বাড়িতে থাকে ব্যাপার ততই পরিষ্কার হইয়া উঠে। অবশেষে সমস্ত ঘটনা ফাঁস হইয়া যায়, দুই পরিবারে কলহের ঝড় উত্থিত হয়। পরিণামে ছেলেটি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয় কিন্তু এলেনের পিতা-মাতা মেয়ের দোষ হজম করিয়া লয়। *

৪। এই বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রসঙ্গের ইতি করিব। জজ লিণ্ডসে একবার আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের কোন এক বড় সহরে এক হাই-স্কুলে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। পূর্ব্বেই— তাঁহাকে টেলিফোনযোগে অনুরোধ করিয়া রাখা হয় তিনি যেন তাঁহার বক্তৃতায় বিবাহ, তালাক এবং যৌন সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের অবতারণা ছাত্রদের সম্মুখে না করেন— উদ্দেশ্য যাহাতে ছাত্রগণ ঐসব লাইনে চিন্তা করিবার সুযোগ না পায়। জজ সাহেব উক্ত অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বক্তৃতা সমাপন করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাসত্ত্বেও বক্তৃতা শেষে স্কুলের ৬০জন বালিকা (বালক একজনও নহে) তাঁহাকে ঘিরিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে থাকে। প্রশ্নগুলির ২।৪টি নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহা হইতেই নারী স্বাধীনতার দেশে মেয়েদের চিন্তাধারার প্রগতিশীলতার পরিচয় মিলিবে।

প্রশ্ন—

১। জজ লিণ্ডসে মহোদয়, আপনি কি মনে করেন যে বিবাহিত স্বামী এবং স্ত্রী যদি পরস্পরকে ভালবাসিতে নাপারে তবু ও তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিবাহ বন্ধনের কারাশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে হইবে?

২। অবিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন মিলন যেমন পাপ, স্বামী স্ত্রীর প্রেমশূন্য মিলনও কি ঠিক তেমনই পাপ নহে?

৩। অবিবাহিত নারী পুরুষের প্রেমময় মিলিত জীবন অপেক্ষা আপনি কি প্রেমশূন্য বৈবাহিক— সম্পর্ককে অধিকতর পাপময় এবং অনিষ্টকর মনে করেন না?

৪। কোন বালিকা যদি তাহার গণ্ডদেশ কোন বালককে চুম্বন করিতে দেয় তবে কি আপনি তাহা অন্যায় মনে করিবেন? এবং কেন? *

জজ সাহেব এইসব উদ্ভট প্রশ্নের কি জওয়াব দিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই কিন্তু নীতি-বোধ সম্বন্ধে আধুনিক মেয়েদের মনোভাব কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে— তাহা এই সব ঘটনা— হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

এই পরিবর্ত্তিত মনোভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ জড় সভ্যতার ধারক প্রতিটি দেশেই ব্যভিচার ক্রমে উদ্দাম ও দুর্ব্বার হইয়া উঠিতেছে।

প্রগতির ক্রমবিকাশ—

ছাত্র ও ছাত্রীগণ দীর্ঘদিন একত্র পাঠাভ্যাসের ফলে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়— পরে এই পরিচয় সখ্য ও বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়। ক্লাসে একত্রে যৌন-বিষয়ক যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, অবসর সময়ে ছাত্র ও ছাত্রীগণ একত্রে খোলাখুলিভাবে তৎসম্বন্ধে আলোচনায় রত হয়, তারপর শুরু হয়— একসাথে থিয়েটার ও সিনেমা পরিদর্শন, প্রমোদ ভ্রমণ, নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ প্রভৃতি। জজ লিণ্ডসের মতে যারা এই সব কাজে যোগদান করে তাদের শতকরা ৯০জন নিশ্চিতরূপে চুম্বনাদি ক্রিয়ায় অগ্রসর হয়। * ছাত্ররা প্রমোদ ভ্রমণে ফ্লাস্কে মদ্য বহন করিয়া লইয়া যায় এবং ছাত্রছাত্রী নির্ব্বিশেষে সকলেই পরমানন্দে উহা পান করিয়া থাকে। এইসব সমাজবিরোধী কাজকে তাহারা অন্যায় তো নহেই বরং বাহাদুরী মনে করিয়া থাকে। মেয়েদের পরনে থাকে অশোভন পোষাক, তাদের চালচলন ও অঙ্গভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠে নির্লজ্জতার চরম নিদর্শন। সুতরাং এই অবস্থায়— বিকশিত নারীদেহের নগ্ন মোহন মূর্ত্তি ও উহার— লীলায়িত চলোচ্ছন্দে কামলোভাতুর যুবক যে সহজেই আকর্ষিত এবং প্রলুব্ধ হইয়া উঠিবে তাহাতে বিচিত্র কি? বরং যেসব ছাত্র এমন সুন্দর সুযোগের সদ্ব্যবহার (?) করিতে জানেনা মেয়েরা তাহাদিগকে— করুণার চক্ষেই দেখিয়া থাকে এবং তাহাদের ভিতর

* The Revolt of Modern Youth, Page 90, 112 & 56

www.ahlehadeethbd.org

নিশ্চিতরূপে কোন ত্রুটী আছে বলিয়া—তাহারা অভিমত প্রকাশ করে।

পরিণতি—

মেয়েদের এই বল্গাহীন স্বাধীনতা এবং চরম উশৃঙ্খলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ ব্যভিচার-ক্রিয়া স্কুল পাঠ-রতা মেয়েদের মধ্যে কিরূপ সংক্রামিত ও ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে নিম্ন বর্ণনা হইতে তাহার আভাষ মিলিবে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যভিচার ক্রিয়াকে এখনও ঐ দেশের লোক গোপন রাখিতেই চেষ্টা করে। অবৈধ মিলন-ক্রিয়াকে কেহই ঢাক ঢোল পিটিয়া প্রচার করিতে গৌরববোধ করে না। যাহা ঘটে তাহার অতি অল্পই প্রকাশিত হয় এবং যাহা ঐ দেশে প্রকাশ পায় তাহারও ছিটে ফোটাই আমাদের কাণে আসিয়া পৌছে। সুতরাং দূর হইতে আমাদের পক্ষে সমস্যার ব্যাপকতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নহে। তবু যতটুকু সংবাদ উৎসুক পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহাতেই এই ভয়াবহ সমস্যার প্রসারতা তাহাকে হতভম্ব না করিয়া পারে না। আমরা নমুনা স্বরূপ—আমেরিকার একটী ক্ষুদ্র সহরের তথ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

সহরটির নাম— ডেনভর। এই সহরে ১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ হইতে ১৯ বৎসর বয়স্কা স্কুল-পাঠরতা—মেয়েদের সংখ্যা ছিল মোটামুটী ৩০০০ হাজার। দুই বৎসরে কি সংখ্যক বালিকা বালকদের সঙ্গে যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহা নিম্ন বিবরণ হইতে—অনুমান করিয়া লইতে হইবে। অবশ্য খেয়াল—রাখিতে হইবে যে, বিজ্ঞানের এই উন্নত যুগে জন্ম নিয়ন্ত্রক বহুবিধ যন্ত্র ও প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফলে অবাঞ্ছিত গর্ভ-ধারণ-আশঙ্কা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছে এবং অতি অল্প সংখ্যক মেয়েই—বিপদগ্রস্তা হইয়া থাকে। যাহারা এতৎসত্ত্বেও অসুবিধায় পতিত হয় তাহাদের অধিকাংশই abortionist দের নিকট গিয়া অব্যাহতি লাভ করে অথবা অন্য উপায়ে আত্মসম্মান বজায় রাখার চেষ্টা করে। নেহায়েত বাধ্য ও একান্ত নিরুপায় অবস্থায় পতিত হইয়া কতক মেয়েকে জুভেনাইল কোর্টের বিচারপতির স্মরণাপন্ন হইতে হয়। কিন্তু দুই বৎসরে ডেনভরের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র সহরের ৩০০০ ছাত্রীর মধ্যে এই নিরুপায় ও বিপদগ্রস্তা বালিকার সংখ্যা ৭৬৯ জনে আসিয়া দাঁড়ায়। ইহারা জজ লিণ্ডসের নিকট—পরামর্শ ও উপদেশের জন্য আসিয়া স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া যায় যে, ছাত্রদের সহিত একত্র মেলামেশার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ তাহাদের আকর্ষণে প্রলুব্ধ—হইয়াই তাহারা বিপজ্জনক কার্য্যে পা বাড়াইয়াছে।* বিপদগ্রস্তা ও অনোন্যপায় ছাত্রীদের সংখ্যা যদি এই রূপ দাঁড়ায় তাহা হইলে বিপদোত্তীর্ণ ছাত্রীদের সংখ্যা কিরূপ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বলাবাহুল্য ইহা ডেনভর সহরের কোন বিশেষ অবস্থা নহে, আমেরিকা তথা সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বত্র ঐ একই কিম্বা তদপেক্ষা উদ্বেগজনক অবস্থা বিদ্যমান। ইহাও আবার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরও দ্রুত গতিতে এই বিষয়ে—প্রগতি সাধিত হইয়াছে। ছাত্রীগণের মধ্যে এখন লজ্জা ও সংকোচের ভাবও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, এখন গর্ভপাতের বা অন্য উপায়ে সমাজের ধিক্কার হইতে রেহাই পাওয়ার বিশেষ চেষ্টা বা আকাঙ্খা দেখিতে পাওয়া যায় না। যুক্ত রাষ্ট্রের হাইস্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে সন্তান প্রসবের হার এত অধিক—বাড়িয়া গিয়াছে যে, শাসকবর্গকে তজ্জন্য রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। অধুনা আমেরিকার ছাত্র ছাত্রীদের বহু অঘটন সংবাদ বড় বড় শিরোনামায় খবরেরকাগজে প্রতিনিয়তই বাহির হইতেছে। ✝

বিলাতের অবস্থাও তথৈবচ। চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের মরাল ও ওয়েলফেয়ার ওয়ার্কস সম্বন্ধে লিখিত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ২০ বৎসরের অনূর্দ্ধ মেয়েদের কমপক্ষে শতকরা ৪০ জনকেই তাহাদের বিবাহ দিবসে গর্ভবতী অবস্থায় পাওয়া যায়। রিপোর্টে আরও জানা যায় যে ইংল্যাণ্ডের নবজাত সন্তানদের প্রতি আটজনের একজনই অবিবাহিতা মার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতেছে। ✠

বিলাতের মেয়েরা যে কোন পুরুষের সহিত—যৌন-সম্ভোগ লাভের জন্য কিরূপ বেপরওয়া ভাবে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একটি জলন্ত নযীর সম্প্রতি সংবাদ পত্রে প্রচারিত হইয়াছে। ঘটনার—বিবরণে প্রকাশ বিংশতিবর্ষ বয়স্কা ৩ জন দুর্দ্ধর্ষা যুবতী একটি নিরীহ যুবককে কৌশলে অপহরণ পূর্ব্বক ছুরিকাঘাতের ভয় দেখাইয়া তাহাকে তাহাদের একজনের সহিত যৌন মিলনে বাধ্য করে। ¶ হাওয়া উল্টাদিকে বহিতে শুরু করিয়াছে।

পাশ্চাত্য নারীদের বিবাহপূর্ব্ব জীবনের নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল, অতঃপর বিবাহিত জীবনে ও বিবাহযোগ্য সময়ে উহার স্বরূপ ও ফলাফল বিচার করিয়া দেখিব।

---

* Revolt of Modern Youth, Page 79.

✝ News week, May 19, 1947.

✠ Hindusthan Standard, Friday, Mufassil Edn. 8-11-46.

¶ আজাদ--ঢাকা, ১৮ই জৈষ্ঠ—১৩৫৮ সন।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান

(পূর্বানুবৃত্তি)

২। ইছ্‌লামী-রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক পুরুষ হওয়া আবশ্যক, নারী সর্বাধিনায়কত্বের পদলাভ করিতে—পারিবেননা।

ইমাম আহ্‌মদ, বুখারী, নাছায়ী, তিব্‌মিযি ও তয়ালছী আবুবক্‌রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি বলেন,—জুমল যুদ্ধের সময়ে একটি কথা দ্বারা আল্লাহ্—আমাকে উপকৃত করিয়াছিলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন অবগত—হইলেন যে, পারসীকরা কিছ্‌রার কন্যাকে রাজা—বানাইয়াছে, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, যেজাতি তাহাদের শাসনকার্য নারীকে সমর্পণ করে, তাহাদের কখনও মংগল হইতে পারেনা। তিব্‌মিযী ও নাছায়ীর রেওয়ায়তে আছে, আবুবক্‌রা বলিলেন, আল্লাহ্ একটি বিষয়ের সাহায্যে আমাকে—রক্ষা করিয়াছিলেন, উক্ত বিষয়টী আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট শ্রুত হইয়াছিলাম।—কিছ্‌রার যখন মৃত্যু ঘটিল, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, পারসীকরা কাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিল? লোকেরা—বলিল তাহার কন্যাকে। তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যেজাতি তাহাদের শাসনভার নারীকে সমর্পণ করে, তাহাদের কখনো মংগল হইতে পারেনা। আবুবক্‌রা বলিলেন, যখন হয্‌রত আয়েশা (হয্‌রত উছ্‌মানের রক্তের প্রতিশোধগ্রহণ করার জন্য—বিদ্রোহ সৃষ্টি করার উদ্‌দেশ্যে) বছ্‌রায় আগমন করিলেন, তখন রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি আমার স্মরণ হইল এবং উহার সাহায্যে আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করিলেন। আবুদাউদ তয়ালছীর রেওয়ায়তে আছে,—রছুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন, যেজাতি তাহাদের শাসনকার্য নারীকে দান করে, তাহাদের—কখনো মংগল হয়না।

لقد نفعنى الله بكلمة ايام الجمل لما بلغ النبى صلے الله عليه وسلم ان فارسا ملكوا ابنة كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة

بخارী এই হাদীছ কে মগাযী ও ফিতন অধ্যায়ে বিভিন্ন ছনদ সহকারে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন এবং তিব্‌মিযী তাঁহার হাদীছকে ছহীহ বলিয়াছেন। *

হাদীছশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পৃথিবীর কোন বিদ্বান-ব্যক্তি আজ পর্যন্ত আলোচ্য হাদীছের বিশুদ্ধতা—সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত করেননাই। সম্প্রতি পাশ্চাত্য-রুচির সমর্থন কল্পে এই হাদীছটী উড়াইয়া দিবার মত্‌লব করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য হাদীছের মত্‌ন ও ছনদে কয়েকটি ত্রুটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঁহাদের বক্তব্যের সারাংশ এই যে,—

(ক) হাদীছটীর মত্‌ন (text) অসংলগ্ন।

(খ) হাদীছের রাবী ২৫ বৎসর পূর্বকার শ্রুত হাদীছ জুমল যুদ্ধে যোগদান করার সংকল্পের পূর্বে স্মরণ করিতে পারিলেননা কেন?

(গ) হয্‌রত আয়েশা খিলাফতের দাবী করেননাই, সুতরাং আলোচ্য হাদীছ জননী আয়েশার ঘটনার সহিত সুসমঞ্জস নয়।

(ঘ) ছাহাবী আবুবক্‌রার রেওয়ায়ত গ্রাহ্য নয়।

মত্‌নের অসংলগ্নতার অভিযোগ সম্বন্ধে আমি বলিব যে, অন্য ভাষার রচনা-ভংগীর শাব্দিক অনুবাদ দ্বারা যে অসংলগ্নতা প্রকাশ পায় তাহা অনুবাদেরই অসংলগ্নতা; অসংলগ্ন অনুবাদের জন্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি মূলরচনাকে অসংলগ্ন বলিতে পারেনা। তারপর কোন হাদীছকে বিশদভাবে বুঝিবার জন্য শুধু কল্পনা ও অনুমানের অনুসরণ করা যথেষ্ট হয়না, হাদীছের বিভিন্ন ছনদ এবং সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত মত্‌নগুলি একত্রিত করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হয়

* মুছ্‌নদে আহ্‌মদ (৫) ৩৮ ও ৪৩ পৃঃ; বুখারী (৩) ৫১ ও (৪) ১৪৬ পৃঃ; তিব্‌মিযী (৩) ২৪৬ পৃঃ; নাছায়ী, ৭৯২ পৃঃ; মুছ্‌নদে তয়ালছী (আল্‌মুহাল্লা ৯, ৩৬০ পৃঃ)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং সংগে সংগে হাদীছশাস্ত্র বিশারদগণের অভিমত অবগত হওয়াও আবশ্যক। আলোচ্য হাদীছের মত্-নের তরীকাগুলি অনুসরণ করিলে উহার ইবারতে কোনই অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হইবেনা।

দ্বিতীয় অভিযোগটী আরও চমৎকার! সব কথা সব সময়েই মানুষের স্মরণ থাকে, এই দাবীটাই সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। হাদীছ দূরের কথা, উমরের মত— ছাহাবীও রছুলুল্লাহর (দঃ) ওফাতের সময়ে কোর্-আনের আয়ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তারপর আবু-বক্রা সংগ্রামব্রতীদের কোন একপক্ষে যোগদিবার পূর্বেই রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ স্মরণ করিয়া এই কার্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন, ইহাতে অস্বাভাবিকতার অবকাশ কোথায়?

তৃতীয়, হয্রত আয়েশা খিলাফতের দাবী— করেননাই বটে, কিন্তু হয্রত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার কার্যে তিনি অগ্রণীয়া ছিলেন। তাঁহার 'আছ্কর' নামক উষ্ট্রীকে কেন্দ্র করিয়া বছরায়— বিদ্রোহীরা হয্রত আলীর বিরুদ্ধে সমবেত হইয়া-ছিলেন বলিয়া উক্ত যুদ্ধ 'জুমল' নামে কথিত হই-য়াছে। * হয্রত আয়েশার এই নেতৃত্বকে আবুবক্রা আলোচ্য হাদীছ অনুসরণ করিয়া অস্বীকার করিয়া-ছিলেন। হয্রত আয়েশার নেতৃত্বের সহিত রছু-লুল্লাহর (দঃ) হাদীছের তাৎপর্যের যে সুসংগতি ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা অনুভব করার জন্য গবে-ষণার প্রয়োজন হয়না। যাহার পক্ষে রাষ্ট্রের অধিনায়-কত্ব বৈধ নয়, তাহার পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করার ভার গ্রহণ করা যে সংগত হইতে পারেনা, আলোচ্য হাদীছের সাহায্যে তাহা খুব সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে।

চতুর্থ, আবুবক্রা নুফয়অ্ বিনুল হরূছ ছাকাফী, বিখ্যাত ছাহাবী ও তায়েফের অধিবাসী ছিলেন। বুখারী ও মুছ্লিমে তাঁহার প্রমুখাৎ ১শত বত্রিশটী হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার হাদীছ যে গ্রাহ্য নয়, এরূপ কথা পূর্ব ও পরবর্তী হাদীছ শাস্ত্রবিশারদ-গণের কেহই বলেন নাই। আবুবক্রাকে অবিশ্বস্ত বলিয়া স্বীকার করিলে বুখারী ও মুছ্লিমের একশত বত্রিশটী হাদীছ অগ্রাহ্য করিতে হয় এবং এরূপ অর্বা-চীন উক্তি কদাচ গ্রাহ্য করা যাইতে পারেনা। ছাহাবা-গণের পরস্পরিক কলহ বিবাদকে উপলক্ষ করিয়া কোন ছাহাবীকে সরাসরিভাবে অবিশ্বস্ত প্রমাণিত করার অপচেষ্টা ধৃষ্টতার পরিচায়ক। খতীব বাগ্-দাদী ইমাম আবুযর্আ রাযীর উক্তি উদ্ধৃত করি-য়াছেন, যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে— দেখিতে পাও যে, সে রছুলুল্লাহর (দঃ) সহচর গণের মধ্যে কাহাকেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি-তেছে, তাহাহইলে জানিবে সে যিন্দীক। কারণ রছুল (দঃ) সত্য, কোর্আন সত্য

اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق - وذلك ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق وانما ادى الينا ذلك كله الصحابة وهم يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة -

এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) যাহা লইয়া আসিয়াছেন তাহাও সত্য আর এ সমুদয় বিষয় ছাহাবীরাই আমাদের কাছে পৌছাইয়াছেন। সুতরাং ছাহাবীদের যাহারা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, তাহারা কোর্আন ও হাদীছকে বাতিল করার মত্লবে আমাদের দীনের সাক্ষ্য-দাতাগণকে দোষী সাব্যস্ত কারিতে চায়। স্বয়ং— খতীব বাগ্দাদী বলেন, عدالة الصحابة ثابتة معلومة- ছাহাবীগণের বিশ্বস্ততা সুবিদিত ও প্রমাণিত। হাফিয ইব্নে হজর বলেন, اتفق اهل السنة على ان جميع الصحابة عدول - সমুদয় আহ্লেছুন্নত এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, সমস্ত ছাহাবীই— বিশ্বস্ত। * ফলকথা, ছাহাবাগণের ব্যক্তিগত সিদ্-ধান্ত অস্বীকার করা যাইতে পারে, রাজনৈতিক কারণে তাঁহাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কথিত অভিমত অমান্য করা যাইতে পারে, তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভ্রান্তিও প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর, কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) নামে তাঁহারা মিথ্যা রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ উক্তি— কোন আহ্লেছুন্নত কদাচ উচ্চারণ করিতে পারেনা।

* মুতাব্বরযী: মুগ্রব, ৯৩পৃঃ।

* ইছাবা (১) ৬ ও ৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

বিশেষতঃ আবুবক্‌রা হয্‌রত আলী ও হয্‌রত আয়েশার রাজনৈতিক কলহে নির্লিপ্ত ছিলেন, গোত্রীয় স্বার্থের দিকদিয়া হয্‌রত উছ্‌মানের প্রতিশোধ-গ্রহণকারী দলের সংগেই তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হওয়া উচিত ছিল, এরূপক্ষেত্রে সেই দলের স্বার্থের— প্রতিকূল হাদীছ বর্ণনা করা কি তাঁহার সত্যবাদিতা ও নিরপেক্ষতার উৎকৃষ্টতম প্রমাণ নয়?

তির্‌মিযী প্রভৃতি আবুহোরায়রার বাচনিক— ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—তোমাদের শাসকগণ যখন দুষ্ট হইয়া পড়িবে আর তোমাদের ধনীরা— কৃপণ এবং তোমাদের শাসনকার্য নারীদের হস্তগত হইবে, তখন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ অপেক্ষা উহার অভ্যন্তর ভাগ তোমাদের— পক্ষে মংগলজনক হইবে। *

واذا كانت امراء كم شراركم واغنياؤ كم بخلاؤكم وامور كم الى نساءكم' فبطن الارض خيرلكم من ظهرها -

ইছলামের আদর্শ যুগত্রয়ে হয্‌রত আয়েশা ছাড়া কোন নারীর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নেতৃত্ব করা প্রমাণিত হয় নাই। হযরত আলী ও হযরত আয়েশার মধ্যে কোন্ পক্ষের দাবী সঠিক, তাহা আমার আলোচনার বহির্ভূত। আমি শুধু এই টুকু বলিতে চাই যে, হয্‌রত আয়েশার ইজ্‌তিহাদ ভ্রমাত্মক এবং কোর্‌আন ও ছুন্নতের নির্দেশের প্রতিকূল ছিল। আবদুল্লাহ বিনে উমর, যিনি আলী ও আয়েশার কলহে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন এবং যাঁহার বিদ্যাবত্তা ও সাধুতা সম্বন্ধে কোন দিন কেহ সন্দেহ করিতে সাহসী হয় নাই, তিনি হযরত আয়েশার জুমল যুদ্ধে নেতৃত্ব করা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন ان بيت عائشة خيرلها من هودجها — যে, আয়েশার গৃহ তাঁহার উষ্ট্র-পৃষ্ঠের হাওদা অপেক্ষা উত্তম ছিল। † হযরত মুগীরা বিনে শো'বাও উপরি উক্ত কলহে নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশার সৈন্যদলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, জনগণ, ايها الناس ان كنتم انما خرجتم مع امكم فارجعوا بها خيرالكم — যদি তোমরা শুধু— জননী আয়েশার সাহচর্যে এই যুদ্ধে বহির্গত হইয়া থাক, তাহাহইলে— তাঁহাকে লইয়া তোমরা ফিরিয়া যাও, ইহাই তোমাদের পক্ষে মংগলজনক। *

এ সম্পর্কে হযরত আলীর ফত্‌ওয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধপূজারীদের কাছে পক্ষপাত দুষ্ট বিবেচিত হইতে পারে কিন্তু যাহারা সততা ও নিরপেক্ষতার দৃষ্টি লইয়া কোন বিষয় বিচার করিতে অভ্যস্ত, তাহাদের পক্ষে হযরত আলী যে পত্র হযরত আয়েশাকে এ সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন, তাহা সাবধানতার সহিত পাঠ করা উচিত। তিনি মা আয়েশাকে লিখিয়াছিলেন,— আপনি আল্লাহ ও তদীয়— রছুলের (দঃ) পক্ষপাতিত্বে ক্রুদ্ধ হইয়া এমন একটা দাবী লইয়া বহির্গত হইয়াছেন, যাহার দায়িত্ব হইতে আপনি মুক্ত ছিলেন। নারীদের যুদ্ধ ও — শান্তিস্থাপনার সহিত কি সম্পর্ক? আপনি উছ্‌মানের রক্তের— দাবী লইয়া উঠিয়াছেন, অথচ আল্লাহর সাক্ষ্য! যাহারা আপনাকে এই বিপদে নিক্ষেপ এবং এই অপরাধে তৎপর করিয়াছে, তাহারা হযরত উছমানের হত্যাকারীগণ অপেক্ষা আপনার অধিকতর ক্ষতিসাধন করিয়াছে। আপনাকে ক্রোধান্বিতা না করা পর্যন্ত আপনি ক্রুদ্ধা হন নাই আর আপনাকে উত্তেজিত না করা পর্যন্ত আপনি উত্তেজিতা হন নাই, অতএব আপনি — আল্লাহকে ভয় করুন এবং স্বগৃহে ফিরিয়া যান। †

اما بعد فانك خرجت غاضبة لله ولرسوله تطلبين امرا كان عنك موضوعاً - مابال النساء والحروب والاصلاح بين الناس ؟ تطلبين بدم عثمان ولعمري لمن عرضك للبلاء وحملك على المعصية اعظم اليك ذنبا من قتلة عثمان' وما غضبت حتى اغضبت وما هجت حتى هيجت' فاتقى الله وارجعي الى بيتك -

---

* জামে তির্‌মিযী (৩) ২৪৬ পৃঃ।

† ইব্‌নেকুতয়বা, আল্‌ইমামত ওয়াছ্‌ছিয়াছত ৫৬পৃঃ।

* ইব্‌নেকুতয়বা, আল্‌ইমামত ওয়াছ্‌ছিয়াছত ৫৭পৃঃ।

† ঐ ঐ ৬৪পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সাবধানতার দৃষ্টি লইয়া এই পত্র খানা পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, হযরত আলী তাঁহার বা জননী আয়েশার মূল দাবীর ভ্রান্তি বা অভ্রান্তি সম্বন্ধে এই পত্রে কোন ইংগিত করেননাই, নারীদের যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যোগদান করা অন্যায় এবং এই উদ্দেশ্যে হযরত আয়েশার আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হওয়া যে শরীঅত বিরুদ্ধ হইয়াছিল, হযরত আলী হযরত আয়েশাকে কেবল— তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হযরত আয়েশা হযরত আলীর বলিষ্ঠ প্রমাণ— খণ্ডন করিতে পারেন নাই এবং তখনকার মত তাঁহার পক্ষে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভবপর না হইলেও জুমল— যুদ্ধের পর তিনি তাঁহার অবশিষ্ট জীবনে এক দিনের তরেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নেতৃত্ব করিতে অগ্রসর হননাই।

স্বয়ং হযরত আয়েশার বাচনিক ইমাম আহ্‌মদ ও বুখারী রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিলেন,— হে আল্লাহর রছুল (দঃ) আমরা জিহাদকে— সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য মনে করি, অতএব আমরা কি জিহাদ করিবনা ?

يارسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلانجاهد ؟ قال : لا لكن افضل الجهاد حج مبرور ! وعند البخارى : جهادكن الحج -

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না! তোমাদের জন্য— শ্রেষ্ঠতম জিহাদ হইতেছে গ্রাহ্য হজ্ব! বুখারীর অন্য রেওয়ায়তে আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদের জিহাদ হজ্ব! *

নওফলের কন্যা উম্মে ওয়ারকা, যিনি কোর্‌আনের বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, আবুদাউদ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, বদর যুদ্ধের সময়ে— তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রছুল, — আমাকে যুদ্ধের জন্য আপনার সংগে গমন করার অনুমতি দান করুন, আমি আপনাদের পীড়িত সৈনিকদের শুশ্রূষা করিব, আল্লাহ আমাকে শাহাদত নছীব করিতে পারেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, বাড়ীতে স্থির হইয়া থাক, আল্লাহ তোমাকে শাহাদত দান করিবেন। হযরত উমরের শাসন কালে এই মহীয়সী নারীকে দুইটী বালক— বালিকা হত্যা করিয়াছিল। *

قالت يارسول الله ائذن لى فى الغزو معك امرض مرضاكم لعل الله يرزقنى شهادة قال قرى بيتك فان الله يرزقك الشهادة -

আরবের পুরাতন রীতি অনুসারে কোন কোন নারীর আপনাপন স্বামী ও ঘনিষ্ঠাত্মীয়দের সংগে— জিহাদে গমন করা এবং তাঁহাদের আহতদের পরিচর্যা করা প্রমাণিত থাকিলেও তাঁহারা স্বাধীন ও— পুরুষদের মত দলগত ভাবে কোন দিন কোন যুদ্ধে যোগদান করেননাই এবং যুদ্ধে যোগদান করার জন্য তাঁহাদিগকে রছুলুল্লাহর (দঃ) অথবা খলীফা চতুষ্টয়ের যুগে পুরুষদের মত আহ্বান এবং উৎসাহ দান করা হয়নাই। হিজাবের আদেশ নাযিল হওয়ার পর মুছলিম মহিলাগণ যুদ্ধে বহির্গত হইবার পূর্ববর্তী আংশিক রীতিও পরিহার করিয়াছিলেন।

যাহারা শত্রুরাজ্যের সীমান্তের অধিবাসী নয়, ইমাম হাছান বছ্‌রী, আওযায়ী ও আহমদ বিনে হাম্বল তাহাদের জন্য তথায় নারী ও শিশুসন্তানদিগকে স্থানান্তরিত করা অবৈধ বলিয়াছেন। † ইমাম ইব্‌নে কুদামা বলেন, শত্রুভূমিতে যুবতী নারীগণের— প্রবেশ করা বৈধ নয়, কারণ তাহারা যোদ্ধা নহে আর শত্রুদের— মুছলিম নারীগণকে অধিকার করা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত— হওয়া যায়না, সেরূপ অবস্থায় আল্লাহ কাফেরদের জন্য যাহা হারাম করিয়াছেন অর্থাৎ মুছলিম নারী, তাহারা উহাদিগকে হালাল করিয়া লইতে পারে।—

يكره دخول النساء الشواب ارض العدو لانهن لسن من اهل القتال...... ولا يؤمن ظفر العدو بهن فيستحلون ما حرم الله منهن -

অতঃপর গ্রন্থকার আবুদাউদের একটি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ছয়জন স্ত্রী লোক খয়বরের যুদ্ধে রছুলুল্লাহর (দঃ) সৈন্যদলের সহগামিনী হইয়াছিলেন, ইহা অবগত হইয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহারা কাহার সংগে ও কাহার অনুমতিক্রমে

* বুখারী (১) ১৭৪ ও (২) ৯৭ পৃঃ।

* আবুদাউদ (১) ২৩০ পৃঃ।

† মুগনী (১০) ৩৭৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যুদ্ধে বহির্গত হইয়াছেন জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করার আদেশ দেন। ইমাম আওযায়ী বলেন যে, দাসীরা ছাড়া মুছলিম মহিলাগণ কোন দিন সৈন্যদলের সারিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করেন নাই। বৃদ্ধা নারীর যদি পানী পান করাইবার এবং আহতদের শুশ্রূষা করার যোগ্যতা থাকে তাহা হইলে তাহাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ায় দোষ নাই যেমন উম্মে—ছুলয়ম ও নছীবা বিন্‌তে কঅব রছুলুল্লাহর (দঃ) সংগে যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। এইরূপ রুবাইয়অ বলেন,—আমরা সৈন্যদলকে পানী পান করাইবার ও আহতদের পরিচর্যার জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) সংগে যুদ্ধে—বহির্গত হইতাম। ইব্‌নেকুদামা বলেন, যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) লটারী করিয়া তাঁহার কোন না কোন স্ত্রীকে যুদ্ধে লইয়া যাইতেন এবং হযরত আয়েশাকে একাধিকবার সংগে লইয়াছিলেন, ইহার উত্তর এইযে, প্রয়োজনের জন্য শুধু একজন—নারীকেই রছুলুল্লাহ (দঃ) সংগে লইতেন এবং সেনাপতির পক্ষে প্রয়োজনক্ষেত্রে এরূপ করা বৈধ কিন্তু—রাষ্ট্রের সমুদয় নাগরিক এরূপ অনুমতি লাভকরিতে পারেনা, কারণ তাহাতে উল্লিখিত বিপদের আশংকা রহিয়াছে। *

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের উপর যেসকল গুরুভার ন্যস্ত রহিবে, তন্মধ্যে নমায ও জিহাদের—প্রতিষ্ঠা সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য, অথচ এই দুইটী বিষয় হইতেই মহিলাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। নারীদের নিজস্ব নমাযের জামাঅত ছাড়া পুরুষদের অথবা স্ত্রী পুরুষের মিলিত জামাআতের ইমামত নারীর জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। জিহাদের জন্য বহির্গত হওয়াও নারীদের জন্য সমীচীন বিবেচিত হয় নাই, এরূপ ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় দুইটীর প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নারীকে প্রদান করা অন্যায় ও অসংগত এবং যেব্যক্তির স্কন্ধে নমাযের ইমামত ও জিহাদ পরিচালনার দায়িত্ব থাকিবেনা, সে কোনদিন ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কত্ব লাভকরার অধিকারী হইতে পারেনা।

* মুগনী (১০) ৩৯১—৩৯২ পৃঃ।

পূর্বপাকিস্তানের জনৈক আধুনিক মুজ্‌তাহিদ ইছ্‌লামী খিলাফতের সমস্ত দফ্‌তর মন্থন করার পর নারীকে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কত্ব দান করার চারিটী নযীর উপস্থিত করিয়াছেন,—

প্রথম, পূর্বোল্লিখিত কিছ্‌রার কন্যা বুরানের রাজত্ব।

দ্বিতীয়, সূর্যোপাসক ছবাদেশের রাণী বেল্‌কীছ।

তৃতীয়, ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ও ভিক্টোরিয়া।

চতুর্থ, ছুল্‌তানা রাযীঈয়া ও চাঁদ ছুল্‌তানা।

কিছ্‌রার কন্যা সম্রাজ্ঞী বুরানের রাজত্বকালকে ছাছানী সাম্রাজ্যের সফলতার যুগ বলিয়া প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ফির্‌দওছীর 'আরব বিদ্বেষে'র চর্বিত চর্বন কিনা কে বলিবে? শিশু (!) ইয়ায্‌দগর্দের রাজত্বকালে মুছ্‌লিম বাহিনীর পারস্য সীমান্তে প্রবেশ কবার কাহিনী মুছলমান ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেননাই কারণ মুছলমান মুজাহিদগণ হযরত আবুবক্‌রছিদ্‌দীকের খিলাফতে মুছান্না ও খালিদ বিন্‌ল ওলীদের নেতৃত্বে পারস্য রাজ্যের সীমান্ত ইরাকে হানা দিয়া বহুস্থান জয়করিয়া লইয়াছিলেন। কিছ্‌রা পরুওয়েয রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রেরিত পত্রকে ছিন্ন করার পর তাহার পুত্র কোবাদ শেরওয়ে কর্তৃক নিহত হয়। এই শেরওয়ে স্বীয় রাজত্বকালে কিছ্‌রার সমুদয় পুরুষ সন্তানকে হত্যা করিয়াছিল। তারপর অর্দশের ৭ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনারূঢ় হয় কিন্তু দেড় বৎসর পরে সেও নিহত হয়। ত্রয়োদশ হিজ্‌রীতে কিছ্‌রা পরুওয়েযের বংশে কোন পুরুষ সন্তান নাথাকায় তাহার কন্যা বুরান সিংহাসন লাভকরে এবং তাহার রাজত্বকালে মুছলমানগণ পুনরায় মুছান্নার সেনাপতিত্বে ফুরাতনদীর তীরে বুয়বের বিখ্যাত সমরক্ষেত্রে মিহ্‌রানের পরিচালিত পারস্যবাহিনীকে পরাভূত করেন। পারসীকদের এই পরাজয় পরিণামে ছাছানী রাজত্বের পতনের কারণ হয়। কিছ্‌রা পরওয়েযের অন্যতমা কন্যা আযরমিদুখ্‌তের সিংহাসনারূঢ়া হইবার কথাও—তাবারী প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্রাজ্ঞী রুছ্‌তমের পিতা ফরুরুখ হুরমুযকে গুপ্ত প্রণয়ের প্রতিদানে হত্যা করায় অবশেষে রুস্তম কর্তৃক নিহতা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে,—বুয়বের যুদ্ধে ছাছানীদের পরাজয় হওয়ায় তাহাদের নেতৃবর্গ নারীর রাজ্যশাসন ও তজ্জনিত দুর্নীতিকে ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্ণয় করে এবং—মিলিতভাবে কিছ্‌রাব্ কন্যাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার একমাত্র পৌত্র অর্থাৎ শহ্‌র ইয়ারের পুত্র ইয়ায্‌দগর্দ, যে কোনক্রমে কিছ্‌রা বংশের হত্যা-কাণ্ডের সময় রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাকে সিংহাসন দান করে। তাবারী ইহার রাজত্বকাল দুই হইতে চারিবৎসর পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, ২৮ বৎসর বয়সে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। সুতরাং সিংহাসনে উপবেশন করার সময়ে অন্ততঃ ২৪ বৎসর তাহার বয়স হইয়াছিল। এ বয়সের কোন যুবক শিশুর পর্যায়ভুক্ত হইতে পারেনা। *

রাণী বেল্‌কীছের দৃষ্টান্ত দ্বারা কোর্‌আনে নারীর রাষ্ট্রাধিনায়কত্বের বৈধতা প্রমাণিত করা হয়নাই, বরং হযরত ছুলয়মান নবী কর্তৃক তাঁহার রাজ্য অধিকার করার ঘটনা দ্বারা বিলকীছ ও তাঁহার স্বজাতীয়গণের ধর্ম এবং রাষ্ট্র শক্তির নিকৃষ্টতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। তারপর অতীত ও বর্তমান কোন—অমুছলমান রাষ্ট্রের শাসনবিধান ইছলামী রাষ্ট্রের আদর্শরূপে কদাচ গৃহীত হইতে পারেনা। এলিজাবেথ ও ভিক্টোরিয়ার নযীর উপস্থিত করার পূর্বে একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইছলামী রিয়াছত মিরাছ বা উত্তরাধিকার নয়। বেল্‌কীছের কথা—অপরিজ্ঞাত, কিন্তু কিছ্‌রাপরওয়েযের কন্যা বুরান এবং ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ও ভিক্টোরিয়া পুরুষ উত্তরাধিকারীর অভাবেই সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন। রাযীঈয়া ও চাঁদছুল্‌তানা মুছলমান হইলেও অনৈছলামিক উত্তরাধিকার বলেই সম্রাজ্ঞী হইতে পারিয়াছিলেন, ইছ্‌লামী বিধান মত তাঁহারা সিংহাসনে উপবেশন করেননাই। ইউরোপ ও আমেরিকা এমন কি রাশিয়ার উপাসক দল এই সকল—দেশের ইতিহাস হইতে একটীও কি এমন নযীর উপস্থিত করিতে পারেন যে, গণতান্ত্রিক নিয়মে—আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রে একজন নারীকেও রাষ্ট্রাধিনায়ক মনোনীত করা হইয়াছে? আর কোন কাফের-রাষ্ট্র নারীকে তাহাদের রাষ্ট্রাধিনায়করূপে নির্বাচন করিলেও সে রীতি ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের আদর্শরূপে—গণ্য হইবে কেন? তারপর কোন রাজতন্ত্রের রাজা বা রাণীর ব্যক্তিগত যোগ্যতার সহিত ইছ্‌লামী-রাষ্ট্রের আমীর বা সর্বাধিনায়কের যোগ্যতাকে তুলনা করা নিকৃষ্টতম কিয়াছ, ইহা 'বিনায়ে ফাছিদ আলাল-ফাছিদ' ছাড়া কিছুই নয়। রাজতন্ত্রের আকৃতি ও প্রকৃতির সহিত ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের কোন সৌসাদৃশ্যই নাই। রাজতন্ত্রের নীতি স্বীকার করিতে হইলে—রছুলুল্লাহর (দঃ) পরলোক গমনের পর হযরত ফাতিমা খিলাফতের যোগ্যতম হকদার ছিলেন, কিন্তু ছাহাবাগণের একজনও সেকথা মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করিতে পারেননাই।

ইমাম মকদছী বলেন বিচারক ও শাসনকর্তাকে বয়স্ক, বুদ্ধিমান, পুরুষ ও স্বাধীন হইতে হইবে। ইব্‌নে-জরীর সম্বন্ধে কথিত হয় যে, তিনি বলিয়াছেন, পুরুষ হওয়া শর্ত নয়, কারণ নারীর পক্ষে মুফ্‌তী হওয়া জায়েয, যখন ফত্‌ওয়া দিবার—অধিকার নারীর রহিয়াছে তখন তাহার পক্ষে বিচারক হওয়াও বৈধ হইবে। আবু-হানীফা বলেন, দণ্ড-বিধি ছাড়া অন্যান্য বিষয় নারী বিচারক হইতে পারে, কারণ সে বিষয়ে তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য। ইব্‌নেকুদামা অতঃপর নারীর জন্য বিচার ও শাসনকর্তৃত্বের অবৈধতা প্রতিপন্ন করার দলীল স্বরূপ প্রথমতঃ পূর্বোল্লিখিত আবুবকরার হাদীছ উপস্থিত করিয়াছেন, তারপর বলিয়াছেন, বিচার ও শাসনের জন্য জ্ঞান, বিবেচনাশক্তি ও দূরদর্শিতার যে পূর্ণতা ও দৃঢ়তা আবশ্যক নারীগণের মধ্যে তাহার

ان يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا وحكى عن ابن جرير انه لا تشترط الذكورية لان المرأة يجوز ان تكون مفتية فيجوز ان تكون قاضية — وقال ابوحنيفة يجوز أن تكون قاضية فى غير الحدود لانه يجوز ان تكون شاهدة فيه —

* তাবারী (২) ১৩৭—১৬৯ ও (৪) ৭১পৃঃ; ইব্‌নে-কছীর (৭) ২৯-৩০পৃঃ, শিব্‌লী (১) ১৩৩-১৪৪পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

অভাব রহিয়াছে। পুরুষদের মহ্ফীলে তাঁহারা যোগদান করার অনুপযোগী, তাঁহাদের সাক্ষ্য সহস্র-নারী সমবেত হইলেও অন্ততঃ একজন পুরুষের সাহচর্য ছাড়া গ্রাহ্য নয়। আল্লাহ এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন,— এবং তোমরা পুরুষগণের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষ্য মান্যকর, যদি পুরুষ নাথাকে, তাহাহইলে একজন পুরুষ আর দুইজন নারী সাক্ষীগণের মধ্য হইতে যাহাদের তোমরা পছন্দ কর। যাহাতে একজন নারী যদি ভুলিয়া যায়, তাহাহইলে অন্যজন তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। নারী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক ও প্রদেশপাল হইবার উপযোগী নয় বলিয়াই রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার খলীফাগণের একজনও এবং তাঁহার পরবর্তীরাও কোন নারীকে বিচার ও অভিভাবকত্বের অধিকার প্রদান করেননাই। *

واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم تكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى -

ইমাম ইব্নে হয্ম বলেন,--পুরুষ ছাড়া অন্যের জন্য খিলাফত হালাল নয়। †

لاتحل الخلافة الا الرجل

আল্লামা তফ্তাযানী বলেন,— রাষ্ট্রাধিনায়ক হইবার শর্ত এই যে, তাহাকে মুছ্লিম,— স্বাধীন, পুরুষ, বুদ্ধিমান ও সাবালগ হইতে হইবে। ‡

و يشترط ان يكون مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا -

মুহাক্কিক শরীফ জুর্জানী বলেন,—ইছ্লামী রিয়াছতের ইমামের পক্ষে ন্যায়পরায়ণ,— বুদ্ধিমান, সাবালগ, পুরুষ ও স্বাধীন হওয়া ওয়াজিব। ¶

ويجب ان يكون عدلا عاقلا بالغا ذكرا حرا -

ইমাম মালিক সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত অভিমত কেহ কেহ উধৃত করিয়াছেন যে, তিনি নারীর সর্বাধিনায়কত্ব বৈধ মনে করেন, কিন্তু মালেকী মযহবের ইমাম হাকীম ইব্নেরুশ্দ বলেন,— যে সকল গুণ ইমামত বৈধ হইবার জন্য শর্ত করা হইয়াছে, সেগুলি এই যে, ইমামকে — স্বাধীন, মুছলিম, সাবালগ, পুরুষ, বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ হইতে হইবে।

فاما الصفات المشترطة في الجواز فان يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا

তারপর ইব্নেরুশদ বলেন, পুরুষ হওয়ার শর্ত সম্বন্ধে বিদ্বানগণের বৃহত্তমদল একমত হইয়াছেন কিন্তু আবুহানীফা বলেন, নারী ধন সম্বন্ধে বিচারক হইতে পারেন আর তাবারী বলেন, নারী সকল বিষয়েই শাসনকর্তা হইবার অধিকারী। *

قال الجمهور هي شرط في صحة الحكم، وقال ابوحنيفة يجوز ان تكون المرأة قاضيا في الاموال، قال الطبري يجوز ان تكون المراة حاكما على الاطلاق في كل شيء -

যে সাক্ষের অধিকারকে ধন সম্পর্কে বিচারক— হইবার অধিকাররূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ পূর্বেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ফলে মুহাক্কিক হানাফী বিদ্বানগণও ইমামতের জন্য পুরুষ হওয়ার শর্তের অনিবার্যতা মানিয়া লইয়াছেন। মোল্লা আলী কারী বলেন, সর্বাধিনায়কের জন্য শর্ত এই যে, তাহাকে মুছলিম, — স্বাধীন, পুরুষ, বুদ্ধিমান সাবালগ ও শাসন— কার্যের জন্য যোগ্যতা-সম্পন্ন হইতে হইবে। †

ويشترط ان يكون من اهل الولاية المطلقة الكاملة بان يكون مسلما حراذكرا عاقلا بالغا سائسا -

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন,— ইছ্লামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ককে বুদ্ধিমান, সাবালগ, স্বাধীন,— পুরুষ, সাহসী, প্রজ্ঞাবান, শ্রবণ, দর্শন ও বাক্শক্তি সম্পন্ন হইতে হইবে। ‡

يشترط ان يكون عاقلا بالغاحرا ذكرا شجاعا ذارای وسمع وبصر ونطق

আহ্লেহাদীছগণের মধ্যে ইমাম বগভী, হাফিয ইবনেকছীর ও ছৈয়েদ ছিদ্দীক বিনে হাছান প্রভৃতি বিদ্বানগণ সকলেই ইমামের জন্য পুরুষ হইবার শর্তকে অপরিহার্য বলিয়াছেন। ¶ মোটের উপর বিদ্বানগণের মধ্যে একা ইমাম ইব্নে জরীর ছাড়া এবিষয়ে

* মুগনী (১১) ৩৮০ পৃঃ।

† মুহাল্লা (৯) ৩৫৯ পৃঃ।

‡ শরহে আকায়েদ নছফী, ২৩৪ পৃঃ।

¶ শরহে মওয়াকিফ (৮) ৩৪৮—৩৫০ পৃঃ।

* বিদায়তুল মুজ্তাহিদ (২) ৩৮৩ ও ৩৮৪ পৃঃ।

† শরহে ফিক্হে আকবর, ১৮০ পৃঃ।

‡ হুজ্জাতুল্ লাহিল বালিগা ৩৩৫ পৃঃ।

¶ মুআলমুততন্যীল (১) ২০ পৃঃ; ফতহুলবয়ান (১) ৮০; তফছীর ইবনে কছীর (১) ১২৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোন মতভেদ নাই এবং ইব্‌নেজরীর এ সম্পর্কে শুধু যে একক তাহা নহে, তাঁহার উক্তির পিছনে কোন দলীলও বিদ্যমান নাই আর নছ্‌ছের মুকাবিলায় নিছক কিয়াছের কোন মূল্য বিদ্বানগণ স্বীকার করেন নাই।

ইছলামী রাষ্ট্রের অধিনায়কত্বে নারীর অধিকার সম্পর্কে শর্‌য়ী প্রমাণ আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে একদল সাম্যের গান জুড়িয়া দিয়াছেন। মানবত্বের দিক দিয়া নরনারীর ভেদহীন মর্যাদা যদি সাম্যের তাৎপর্য হয়, তাহাহইলে এ গানের সুরে কণ্ঠ মিলাইতে কাহারো আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু নরনারীর দায়িত্ব ও ইতিকর্তব্যের মধ্যে যে প্রকৃতিগত বিচিত্রতা রহিয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিবার ব্যর্থ প্রয়াস যদি সাম্যের অর্থ হয়, তাহা—হইলে আমি বলিব, স্বভাব ধর্ম বা 'দীনুল-ফিত্‌রতে'র নাম হইতেছে ইছ্‌লাম, সুতরাং অস্বাভাবিক মতবাদ —ডগ্‌মা ইছলামের সমর্থন লাভ করিতে পারেনা। কোর্‌আনের নির্দেশিত প্রাকৃতিক বিধান মত "সদ্ব্যবহারের দিক দিয়া নারীর দাবী যেরূপ পুরুষকে—পূরণ করিতে হইবে, পুরুষের দাবীকেও নারী তেমনি ভাবে মিটাইবে।" ইহা সত্ত্বেও সামাজিক জীবনে পুরুষের স্থান নারীর وللرجال عليهن درجة এক স্তর উর্ধে— আলবাকারাহ, ২২৮। পুরুষের—এ গৌরব জীবিকার জন্য তাহার শ্রমের পুরস্কার, সে নারীর সেবক, তাহার প্রতিষ্ঠাদাতা, তাহার—ধারক। নারীর— الرجال قوامون على النساء জীবিকার দায়িত্ব তাহারই স্কন্ধে—আন্‌নিছা, ৩৪।

সৃষ্টিকর্তা পুরুষ হইলেও সৃষ্টির উদ্‌দেশ্য নারীর দ্বারাই সার্থক হইতেছে। সমাজের জন্য রাষ্ট্রাধিনায়ক, সৈন্যাধ্যক্ষ ও বিচারপতি প্রসব ও পালন করার—দায়িত্ব নারীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে এবং এই গুরুভার বহন করার বিনিময়ে একদিকে পুরুষ যেমন নারীর স্তাবক ও অভিভাবক হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে তাহাকে সামাজিক জীবনের শাসনশৃংখলা ও অর্থোপার্জনের দায়িত্ব হইতেও নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে।

উম্‌মতের মাতৃত্ব আর রাষ্ট্রের অধিনায়কত্বের মধ্যে কোন্‌টা গুরুতর এবং সম্মানের দিকদিয়া শ্রেষ্ঠতর রুচিভেদে একথার জওয়াব বিভিন্ন হইবেই কিন্তু ইছ্‌লামী রুচি মত— ইহার জওয়াব শুধু একটী— অর্থনৈতিক জীবনে পুরুষের স্থান নারীর উর্ধে, কিন্তু মানবত্বের পরিণতির দিক দিয়া 'পুরুষের বেহেশ্‌ত তাহাদের মাতৃগণের পদতলে'। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হাদীছে নারীর পদতলে বেহেশ্‌ত নির্দেশিত হয় নাই, একথার অর্থ এই যে, নারী তাহার নারীত্বের জন্য মানবত্বের পরিণতিকল্পে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরা নয়, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব মাতৃত্বগৌরবে সমৃদ্ধ। — অতএব মাতৃত্বের মমত্ব ও গৌরবে বঞ্চিতা যে নারী, সন্তান প্রতিপালন ও জাতি সৃষ্টির পরিবর্তে রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব ও বিচারপতিত্বের গুরুভার লইয়া — বিব্রতা ও বিড়ম্বিতা যে, সে নারীর পদতলে পুরুষের বেহেশ্‌ত নয়। নারী সকল দিকদিয়া যদি পুরুষের তুল্যই হইল তাহা হইলে তাহার পদতলের বিশিষ্টতা রহিল কি ?

পাক গণপরিষদ কর্তৃক মনোনীত মূলনীতি নির্ধারণ কমিটী যে সকল ছুফারিশ প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের জন্য মুছলমান ও পুরুষ হইবার নীতি স্বীকৃত হয়নাই। অথচ গণপরিষদের বিঘোষিত উদ্‌দেশ্য প্রস্তাবের মর্যাদা, তথা পাকিস্তানকে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে পরিণত করার সংকল্পের বাস্তবতা রক্ষাকরিতে হইলে উল্লিখিত — শর্ত দুইটী মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির হাবভাব ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া মনে হইতেছে যে, উল্লিখিত শর্ত দুইটি তাঁহারা পাকরাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের (Head of the State) জন্য আবশ্যক মনে করেননা। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বাবু যোগেন মণ্ডলের গায়ের-শর্‌ষী নযীর বিদ্যমান—থাকিলেও এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, আমাদের নেতৃমণ্ডলী ঔদার্য বা তোষণ-নীতির চরম—শিখরে আরোহণ করিলেও তাঁহারা সর্বাধিনায়কের আসন তাঁহাদের অধিকার হইতে সহজে ফস্‌কাইয়া যাইতে দিবেননা, কিন্তু ইদানীং আমাদের ধারণা জন্মিতে শুরু করিয়াছে যে, আমিরুল মুমেনীনের—তখ্‌ত আমাদের নেতৃমণ্ডলী শুধু নিজেরাই অধিকার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাননা, তাঁহারা বেগম ছাহেবাগণ সমভিব্যবহারে যুক্ত ও স্বাধীনভাবে উহা ভোগ-দখল করিতে চান। আমাদের আশংকা যদি অমূলক নাহয়, তাহাহইলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ ও প্রকৃতি যাহাই হউকনা কেন, উহাকে ইছ্‌লামী রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা চলিবেনা। পুরুষত্বের শর্ত সম্বন্ধে সকল প্রকার বিতর্কের অবসান ঘটাইবার চেষ্টায় এই প্রসংগ সুদীর্ঘ হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ادارية

সাময়িক প্রসংগ

بسم الله الرحمن الرحيم

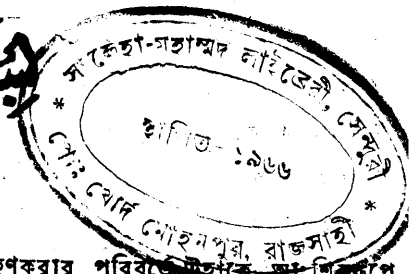

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

সালেহা-মহাম্মদ লাইব্রেরী, সেমুস্তা
তারিখ - ১৯৬৬
পোঃ খোর্দ মোহনপুর, রাজসাহী

রামাযান মুবারক!

শা-বানের 'তর্জুমানুলহাদীছ' পবিত্র রামাযানেই পাঠকগণের হস্তগত হইবে। আমরা এই মাসের 'তর্জুমানে'র মারফতে ইহার গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠক-পাঠিকাদের খিদ্‌মতে বিশেষভাবে এবং অখণ্ড মুছলিম জাতির নিকট সাধারণভাবে— রামাযানুলমুবারকের সাদর সম্ভাষণ ও মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

রামাযানের ফযীলত,

মানুষের জন্য শান্তি ও কল্যাণের সন্ধানদাতা (হুদাল্‌লিন্‌নাছ) এবং সর্ববিধ দ্বন্দ্ব ও মতভেদ, সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড (ফুর্কান) আল্‌কোর্‌আন এই মাসে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া রামাযান মাসকে মহিমান্বিত, গৌরবমণ্ডিত ও সমৃদ্ধ মাস বলিয়া— অভিহিত করা হইয়াছে সুতরাং উহার মহিমা ও গৌরবের অংশভোগী হইতে চাহিলে কায়, মন ও বাক্যদ্বারা কোর্‌আনের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। নৈশনমাযের ভিতরে এবং অন্য সময়ে বহুলভাবে কোর্‌আনের পঠন ও পাঠন উহার সেবার অন্যতম নিদর্শন, কিন্তু খিদ্‌মতে-কোর্‌আনের — যথার্থ তাৎপর্য হইতেছে— নৈতিক চরিত্র (আখ্‌লাক), সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে কোর্‌আনের প্রাধান্যকে বলবৎ করা। মনকে শোধিত, চরিত্রকে গঠিত এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালিত করার যেসকল— বিধিনিষেধ কোর্‌আনে কথিত হইয়াছে, সমস্তগুলির মিলিতরূপ ও আকৃতির নাম ইছ্‌লাম। কোর্‌আনকে যিন্দা ও প্রতিষ্ঠাবান রাখার যে কঠোর 'সংযমসাধনা' তাহারই নাম 'ছিয়াম'! এই ছিয়ামের বিকৃত তাৎপর্য হইল রোযা!

রামাযানের সার্থকতা,

দুর্ভাগ্যবশতঃ বহুলোক ইছ্‌লামকে পূর্ণ ও যথাযথভাবে গ্রহণকরার পরিবর্তে উহাকে আংশিকরূপে গ্রহণ করিতে চান এবং কোর্‌আনকে নির্দিষ্ট আচার ও অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার পুঁথিরূপে— কল্পনা করিয়া থাকেন। এই অলীক ভাবধারার মারাত্মক পরিণতি স্বরূপ আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীক জীবন রামাযানের আবির্ভাব দ্বারা একটুকুও প্রভাবান্বিত হইতে পারিতেছেনা। পবিত্র রামাযান যে ধৈর্য, সাধুতা, বৈরাগ্য, প্রীতি ও সংযমের পয়গাম বহন করিয়া আনিয়াছে, আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীক দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাহার কোন মূল্যই উপলব্ধ হইতেছেনা। কোর্‌আন ও ছুন্নতের আংশিক প্রভুত্বের পরিবর্তে উহার সামগ্রিক প্রভুত্ব যতদিন— মুছলমানরা স্বীকার করিয়া না লইতেছেন এবং মানব জীবনের সকল স্তরে উহাকে তুল্য ভাবে কার্য্যকরী— করার জন্য বদ্ধপরিকর না হইতেছেন, ততদিন রামাযানুল মুবারকের বার্ষিক আবির্ভাব দ্বারা তাঁহারা— সমৃদ্ধ ও বা-বরকত হইতে পারিবেননা। কোর্‌আন ও তাহার ব্যাখ্যারূপী ছুন্নতের জয়যাত্রাই হইতেছে রামাযান শরীফের মুবারকবাদীর তাৎপর্য! পূর্ব— পাকিস্তানের প্রত্যেক অধিবাসীকে এই জয়যাত্রায়— যোগদান করার জন্য আমরা আকুল আহ্বান জানাইতেছি।

উদারতার স্বরূপ,

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, Give the dog a bad name and then Kill it—কুকুর মারিতে হইলে আগে উহার একটা দোষ বাহির কর। 'তর্জুমানুলহাদীছ' তার জন্মদিন হইতে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই হউক অথবা দীনি বিষয়ে, ঘরের এবং বাহিরের সর্বপ্রকার দলাদলির উর্ধে থাকিয়া কোর্‌আন ও ছুন্নতের বৈজ্ঞানিক প্রচার এবং জাতির মিলিত স্বার্থের সমর্থন কার্যে সাধ্যমত আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে। কোর্‌আন

www.ahlehadeethbd.org

ও হাদীছকে আমরা সমগ্র জাতির মিলিত সম্পদ বলিয়াই জানি, কিন্তু আমাদের কোন কোন উদার (!) সহযোগীর কাছে 'হাদীছ' ও 'আহ্‌লেহাদীছ' শব্দগুলি এতই অপ্রিয় ও বিভীষিকাপূর্ণ যে, তর্জুমানুল-হাদীছ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বসিলে, একান্ত অপ্রাসংগিক হইলেও তাঁহারা আমাদের সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ ফিরকাওয়ারীর (!) প্রতি কটাক্ষ না হানিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেননা। একথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, কোন পুণ্যাত্মা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির স্মৃতিরূপে অথবা কোন পীর মুর্শিদের নির্দেশে 'তর্জুমানুলহাদীছ' প্রকাশ লাভ করে নাই, ইহার পৃষ্ঠপোষকগণ নির্দিষ্ট কোন আধ্যাত্মিক বা রাজনৈতিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহেন। 'তর্জুমান' তাহার জন্মদিন হইতে কাহারো ব্যক্তিগত এবং দলীয় আদর্শ ও মতবাদের বাহন হইতে অস্বীকার করায় সকল চিন্তাধারার শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধালাভ করিতে—সমর্থ হইয়াছে এবং সর্বমতের ও সকল শ্রেণীর—মুছলমান ইহার লেখক, পাঠক ও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত আছেন। তর্জুমান-সম্পাদকের পিরী মুরীদি ব্যবসা নাই, সুতরাং একসহরে বা একদিনে 'তর্জুমানে'র মুদ্রিত কপিগুলি হাতে হাতে বিতরণ করার উপায় নাই, কিন্তু মাত্র দেড়বৎসর কালের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ও পশ্চিম বাংলায় ইহার যে বিপুল সংখ্যক নিয়মিত পাঠক পাঠিকা গড়িয়া উঠিয়াছে, কোর্‌আন ও ছুন্নতের ফয়েয ছাড়া তাহার অন্যকোন কারণ থাকিতে পারেনা—ফ-লিল্লাহিল হাম্‌দ!

ইহাও সত্য যে, 'তর্জুমানুলহাদীছ' আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র! কারণ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা দলের সমুদয় সিদ্ধান্ত ও উক্তি সঠিক, অথবা সত্য ও সঠিক যাহা, অন্যকোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষে তাহার সন্ধান লাভ করা সম্ভবপর নয়, আল্লাহর রছুল মোহম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) ছাড়া এ ইজারাদারী আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের জন্য স্বীকার করেনা, স্বয়ং কোন আহ্‌লেহাদীছের জন্যও নয়। ছাহাবাগণের যুগ হইতে—আজ পর্যন্ত সমুদয় আলিম, ফকীহ্‌, মুহাদ্দিছ ও মুজ্‌তাহিদকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ নেতা—মান্যকরি, কিন্তু তাঁহাদের একজনকেও আল্লাহর রছুলের (দঃ) মত অভ্রান্ত ও সমালোচনার ঊর্ধ বিশ্বাস করিনা। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, সিদ্ধান্তের দিক দিয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মত ফকীহ্‌ ও আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য অবশ্যম্ভাবী হইলেও তজ্জন্য মুছলমানদিগকে বিভিন্ন—শ্রেণীতে বিভক্ত করা উচিত নয়। মহামতি ইমামগণ ও তাঁহাদের সুধী ছাত্রমণ্ডলী সকলেই কোর্‌আন ও হাদীছের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন বলিয়া—তাঁহারা সকলেই আহ্‌লেহাদীছ, আর রাফেযী,—খারেজী ও মু'তাযেলী বিদ্বানগণ কোর্‌আন ও হাদীছের উল্লিখিত প্রাধান্য মানিতেননা বলিয়া তাঁহারা আহলেহাদীছ নন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা মুছলমান ও আহলেকিবলা! তাঁহাদের পিছনে নমায জায়েয, তাঁহাদের যবীহা হালাল! মিল্লতে ইছলামের দিক দিয়া শিয়া ও মু'তাযেলীরা আমাদের ভাই কিন্তু আমরা তাঁহাদের ইছ্‌লামী তরীকার প্রচারক ও—আহ্বায়ক নই, কোর্‌আন ও হাদীছের সাহায্যে প্রমাণিত যে ইছলাম, আমরা কেবল তাহারই—পতাকাবাহী এবং সেই আন্দোলনের পদাতিক।

যাঁহারা তাঁহাদের ধর্মীয় গোঁড়ের বুন্‌য়াদ বিদ্বান বিশেষের নামের উপর স্থাপন করিয়াছেন, নির্দিষ্ট গদ্দীর ছল্‌তনত কায়েম রাখার জন্য পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের দিকে বর্‌কতের আশায় চাহিয়া আছেন এবং এই পবিত্র ব্রতকে নিরাপদভাবে উদ্‌যাপিত করার আশায় জমঈয়তে উলামায়ে-ইছলামকে রাজনীতির সংশ্রব বর্জন করার উপদেশ বিতরণ—করিতেছেন তাঁহারা আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের প্রতি যদি সাম্প্রদায়িকতার কটাক্ষ করেন এবং স্বয়ং উদার মতবাদের ধ্বজাবাহী সাজিতে চান, তাহাহইলে আমরা প্রত্যুত্তর নাকরিলেও অতি বড় গম্ভীর ব্যক্তিও ইহা শ্রবণ করিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারিবেনা। আমাদের এবং এই শ্রেণীর সহযোগীদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম ও দলাদলির উদ্যোক্তা কে, আজ নাহয়, আগামী কল্য অবশ্যই তাহার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হিন্দুস্থান ডমিনিয়নের অন্তর্গত ফুরফুরার —প্রেরণা যাহারা পূর্বপাকিস্তানের মুছলমানদের মধ্যে পরিবেশন করার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে জমঈয়তে উলামায়ে হিন্দের সহিত আমাদের অতীত সম্পর্ককে বিদ্রূপ করা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? আমরা যেকালে উলামায়ে হিন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট—ছিলাম, তখন উহার প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং ফুরফুরার মরহুম পীর ছাহেব! যে কটাক্ষ তিনি আমাদের উপর হানিতে চাহিয়াছেন, তাহার লক্ষ কোথায় গড়াইয়াছে তাহা স্বীকার করার মত সৎসাহস এই শ্রেণীর সহযোগীদের কোনদিনই নাই। ফুরফুরার মরহুম পীর ছাহেবকে আমরা আমাদের কোন প্রবন্ধে হাম্‌লা করিয়াছি, এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা, হাম্‌লা করা আমাদের পেশা নয়, বিশেষতঃ যাঁহারা আজ দুন্‌য়ায় নাই, তাঁহাদের উপর একান্ত অপদার্থ অর্বাচীন ছাড়া কোন ব্যক্তি হামলা করিতে পারেনা, কিন্তু উলামায়ে হিন্দকে উপলক্ষ করিয়া যাহারা আমাদের উপর কটাক্ষ হানিয়াছেন, যদি উহার লক্ষস্থল মরহুম পীর ছাহেব হইয়া থাকেন তজ্জন্য তাঁহার স্থলাভিষিক্তরাই সহযোগীদের কাছে কৈফিয়ত তলব করিতে পারেন, আমাদের এবিষয়ে কোন বক্তব্য নাই। আমরা শুধু এই কথা বলিয়া—ক্ষান্ত হইতেছি যে, উলামায়ে হিন্দকে শত দোষের আকর বলিয়াই নাহয় আমরা মানিয়া লইলাম, কিন্তু জমঈয়তে উলামায়ে ইছ্‌লামের পরিগৃহীত রাজনীতিকে ক্ষমতালোভী মন্ত্রীত্ব শিকারীদের খোশামদ ও অন্যায় পাবলিসিটির বাহন বলিয়া যাঁহারা ঘোষণা করিতেছেন এবং পাকিস্তানের আসন্ন রাজ্যশাসন বিধান সম্বন্ধে যাঁহারা আজপর্যন্ত অবাক হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদের উদারতার ভেল্‌কি ছিন্ন করিতে কাহারো কষ্ট হইবে বলিয়া আমরা মনে করিনা।

উত্তর বাংলার দাবী,

পুরাতন রাজশাহী বিভাগ হইতে মালদহ ও—জলপাইগুড়ি যিলা দুইটী প্রায় সামগ্রিক ভাবে এবং দিনাজপুর যিলার প্রায় একটী মহকুমা আর রাজশাহী সীমান্তের কয়েকটী গ্রাম বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট অঞ্চলটীকে বর্তমানে উত্তর বাংলা বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। এই অঞ্চলটি আয়তন ও জনসংখ্যার দিক দিয়া নগণ্য না হইলেও বিভিন্ন কারণে ইহার রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং ন্যায়সংগত দাবীদাওয়াগুলি স্মরণাতীত কাল হইতে উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পাকিস্তান স্থাপিত হওয়ার পরও এই সনাতন নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই, কাজেই এই অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও চেতনাসম্পন্ন দলের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে একটা অসন্তোষের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিক্ষুব্ধ দলের একটি ক্ষুদ্র অংশ সম্প্রতি রাজশাহী—টাউনে সমবেত হইয়া তাঁহাদের অসন্তোষ এবং দাবীদাওয়ার ফিহ্‌রিস্ত পেশ করিয়াছেন। পূর্ববাংলার—রাজধানী ঢাকা হইতে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলিতে উত্তর বাংলার উদ্যম আয়োজনের এই সংবাদ বিশদরূপে ও যথাসময়ে স্থানলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। খুব সম্ভব রাজধানীর নেতা ও সাংবাদিকগণ রাজশাহীর প্রচেষ্টাকে সুনজরে দেখিতে পারেন নাই এবং উত্তর বাংলার এই আচরণকে ধৃষ্টতা মনে করিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে নূতন ধরণের উৎকট প্রাদেশিকতার গন্ধ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন।

যাঁহাদের সমবায়ে রাজশাহী কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, আমরা তাঁহাদের অন্তরভুক্ত নই, অধিকন্তু উহার সমুদয় তথ্যও আমরা সবিস্তার—অবগত হইতে পারিনাই। আহ্বায়কগণের প্রচার পত্র ও বিজ্ঞাপনের সুরে আমরা আদৌ সন্তুষ্ট হইনাই এবং সভার আলোচনা ভংগী সম্বন্ধেও, আমরা যতটুকু অবগত হইতে পারিয়াছি, নিশ্চিন্ত হইতে—পারিনাই কিন্তু এসব সত্ত্বেও উত্তর বাংলার নিদারুণ পতিত অবস্থা, উহার প্রতি শাসক গোষ্ঠির উপেক্ষা এবং উহার ন্যায্য দাবী দাওয়া সম্বন্ধে কন্‌ফারেন্সের কর্মীগণের সহিত আমরা একমত। তবে কর্তৃপক্ষের উপেক্ষার জন্য আমরা যতদূর ব্যথিত, উত্তরবংগের নেতৃত্বের দাবীদারদের আচরণে আমরা—ততোধিক মর্মাহত। আমরা এক মুহূর্তের জন্যও একথা বিশ্বাস করিনা যে, নিজেদের অবস্থা পরিবর্তিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নাকরা পর্যন্ত শুধু কর্তৃপক্ষদের উপেক্ষার মায়াকান্না কাঁদিলে এবং দাবী দাওয়ার লম্বা তালিকা পাঠ—করিলে সত্যিকার কোন প্রতিবিধান হইতে পারিবে।

জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ সম্বন্ধে জাগ্রত অনুভূতি এবং ন্যায্য দাবীর প্রতিষ্ঠাকল্পে ত্যাগস্বীকার ও বিপদ বরণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নাথাকিলে শুধু মৌখিক দাবী ও আস্ফালন দ্বারা প্রকৃত কাজ হইবার কোন—সম্ভাবনাই নাই। পক্ষান্তরে কেবল সরকার বিরোধী ফ্রন্ট গড়িবার ভান করিয়া এবং জনবিক্ষোভের ভ্রূকুটি হানিয়া মন্ত্রীত্ব, সেক্রেটারীত্ব ও অনুরূপ কিছু সুবিধা জোগাড় করা সম্ভবপর হইলেও এই সকল কৌশল দ্বারা রাষ্ট্রের বাস্তব কল্যাণ সাধিত হইবার নয়। আমরা সত্যই ইহা বুঝিতে অক্ষম যে, এই কয়েকমাস পূর্বে পাকিস্তানের মূলনীতি নির্ধারণ কমিটীর ছুফারিশ সমূহের বিরুদ্ধে আমাদের উত্তর বংগের নেতারা পূর্ববাংলার নেতাদের পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সুরে সুর ভাঁজিবার মশ্‌ক করিতেছিলেন, তখন উত্তর বাংলার দুঃখ দুর্দশার কথা তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়নাই কেন? আর আজ ঢাকার সংবাদপত্রগুলি যখন রাজশাহী কন্‌ফারেন্সের গুরুত্ব ও পাবলিসিটিকে করুণার চক্ষে দেখিতেছেন, তখন উত্তরবংগের দরদী নেতারা ইহার কি প্রতিবিধান করিলেন?

প্রকৃতপক্ষে উত্তর বাংলায় সর্বাপেক্ষা অধিক—অভাব হইতেছে যোগ্য ও ত্যাগবীর নেতৃত্বের, ক্ষুদে ও উপনেতাদের নিঃস্বার্থ অংগাংগি যোগাযোগের এবং জনমত গঠন করার সুষ্ঠু ব্যবস্থার।

গোটা বিভাগের শক্তি একত্রিত করিয়া একখানা উচ্চাংগের বাংলা দৈনিক প্রকাশ করার যাহাদের—যোগ্যতা নাই, যাহাদের আন্দোলনের পিছনে পাবলিসিটির ব্যবস্থা নাই, গোটা বিভাগে যাহারা আজপর্যন্ত একজন সর্বজনমান্য জননেতা সৃষ্টি করিতে পারিলনা, যাহারা আজ পর্যন্ত তাহাদের একটা কর্মকেন্দ্র গড়িতে সক্ষম হইল না, শুধু সরকারের দোষত্রুটীর আলোচনা এবং সভার প্রস্তাব দ্বারা তাহাদের উত্তর বংগে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি আর স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টি করার দাবী জনমণ্ডলীর মনে কতটুকু আস্থা সৃষ্টি করিতে পারিবে?

আমাদের কথাগুলি অপ্রিয় হইলেও ঠাণ্ডা মনে বিচার করিয়া দেখিলে অসত্য প্রমাণিত হইবেনা।

বিশ্ব ইতিহাস কি রূপ লেখা,

উত্তর প্রদেশের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের ইতিহাসের উল্লিখিত কুখ্যাত পাঠ্যপুস্তকখানা পাকভারতের মুছলমানগণের মধ্যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ—সৃষ্টি করায় উত্তর প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ সম্পূরানন্দ ঘোষণা করিয়াছেন যে, পুস্তকখানাকে পাঠ্যতালিকা হইতে খারিজ করা হইয়াছে। মন্ত্রীমহোদয় ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত পুস্তকে ইছলাম এবং তাহার পয়গম্বর (দঃ) সম্বন্ধে এরূপ ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে যাহা অতিশয় কটু এবং মনোকষ্টের উদ্দীপক। পুস্তকের বিভিন্ন সংকলন হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থকারের লেখনী এবিষয়ে বল্‌গাহীন এবং অতিশয় উদ্ধত।

উত্তর প্রদেশের শিক্ষা মন্ত্রীমহোদয় যে সময়োপযোগী এবং দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রাথমিক-শিক্ষক-ধর্মঘট,

আমরা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম যে, পূর্বপাক প্রধান মন্ত্রী ছাহিবের সহানুভূতিপূর্ণ প্রতিশ্রুতির ফলে প্রায় দুই মাস পর প্রাইমারী স্কুলের—শিক্ষকবৃন্দের ধর্মঘটের অবশেষে অবসান ঘটিয়াছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষকগণের সমুদয় দাবী পূরণ করা সম্ভবপর হইবে কিনা, তাহা আমাদের জানা নাই। শিক্ষকগণের দাবী পূর্ণমাত্রায় মিটাইতে নাপারিলেও তাঁহারা যে এই সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহাদের ন্যায্য দাবী সমস্ত দেশের সমর্থনলাভ করিয়াছে এবং ধর্মঘট ব্যাপারে শিক্ষকগণ যে নিয়মানুবর্তিতা ও দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, প্রাথমিক-শিক্ষকগণের সমস্যা জাতীয় সমস্যার স্থান লাভ করিতে পারিয়াছে। আমরা চিরদিন—শিক্ষা ও শিক্ষারবাহকদের খাদিম, তাই প্রাথমিক শিক্ষকমণ্ডলীর এই সফলতায় আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাইতেছি।

শোকপ্রকাশ,

বগুড়া যিলার বানিয়াপাড়া নিবাসী জনাব—মওলানা মোহাম্মদ ইদ্‌রীছ ছাহিব বিগত ২৯শে মে মংগলবারে মগ্‌রিবের নমাযের সময় নমাযের অবস্থায় ইন্‌তিকাল করিয়াছেন—ইন্‌নালিল্লাহে ওয়া ইন্‌না ইলায়হি রাজেউন। মরহুম বানিয়াপাড়ার আলেম মণ্ডলীর শেষস্মৃতি, আলেমে বা-আমল এবং নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছের জেনারেল কমিটির সদস্য ছিলেন। মরহুমের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজন ও আহ্‌লে জামাআতকে আমরা আমাদের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি এবং তর্জুমানের পাঠকবৃন্দকে মরহুমের জন্য জানাযায়—গায়েব পড়িতে অনুরোধ জানাইতেছি।

www.ahlehadeethbd.org